জানে ঈমান

লেখক

হজরত আল্লামা মুফতী
আব্দুল মুস্তাফা
হাশমাতী সাহেব

অনুবাদক

আল্লামা মুফতী
মোঃ নূরুল আরেফিন
রেজবী আজহারী

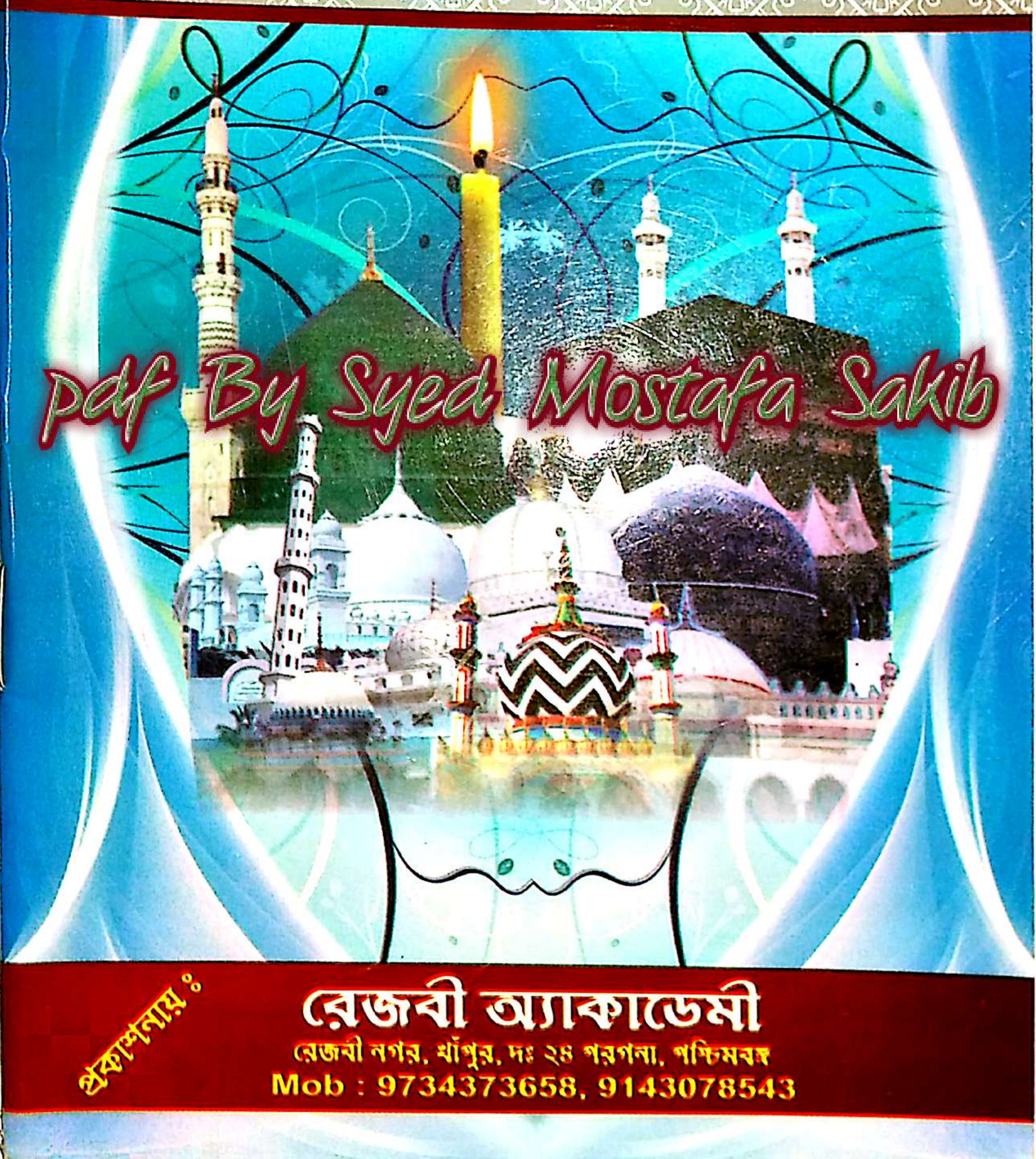

Pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশনায় ঃ
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
Mob : 9734373658, 9143078543

জানে ঈমান

লেখকঃ
হযরত আল্লামা মৌলানা আলহাজ্ব
আব্দুল মোস্তাফা সাহেব হাশমাতী
অনুবাদক ঃ
আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ নূরুল
আরেফিন রেজবী আজহারী
মোবাইল ঃ ৯৭৩২০৩০০৩১

প্রকাশনায়ঃ-
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবীনগর,খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা (পশ্চিম্ঙ্গ)
মোবাইল -9734373658
----------পরিবেশনায় :- ----------
K. C. K.প্রকাশনী
স্টার মার্কেট, কালিয়াচক, মালদাহ
মোবাইল - 9733288906

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুস্তকের নাম ঃ

‘জ্ঞানে ঈমান’

লেখক ঃ

হযরত আল্লামা-মৌলানা আলহাজ্ব

আব্দুল মোস্তাফা সাহেব হাশমাতী

অনুবাদকের নাম ও ঠিকানা :

মোহাম্মদ নূরুল আরেফিন রেজবী

গ্রাম- দুবরাজহাট, পোঃ-চণ্ডীপুর বেড়ুগ্রাম,

জেলা-বর্ধমান, পিন নং ৭১৩১৪২

প্রকাশ সংখ্যা : ১১০০ কপি

১ম প্রকাশ : ১১ই জুন,২০১২

২য় প্রকাশ : ১১ই নভেম্বর,২০১৪

হাদিয়া : ৪০.০০ টাকা মাত্র

টাইপ সেটিং :- রেজবী কম্পিউটার প্রেস্ এণ্ড জেরক্স সেন্টার, ৯১৫৩৭২৩৭৫৫

আমতলা(কলেজ রোড), নওদা ,মুর্শিদাবাদ।

সহযোগিতায়:- রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট(গভঃরেজিঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা ৫
ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৬
মুখবন্ধ৭
অভিমত ৮
আবেদন ৯
ঈমান ১০
হুজুরের মোহাব্বাতের অস্বীকারকারীগণ দোজখী ১১
হাবিবে খোদার থেকে অগ্রগামীহওয়া নিষেধ ১৩
খবরদার! নবীর দরবারে কণ্ঠস্বর উচ্চ যেন না হয় ১৪
নবীর প্রতি আদব প্রদর্শনকারীদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ১৫
আদব কম প্রদর্শনকারীরা মুর্খ ১৫
হুযুরের শানে বে আদবদের মূলে ত্রুটি ১৬
নবীর গুস্তাখদের শুঁড়রূপী থুতনীর উপর দাগ দেয়া হবে ১৭
আল্লাহ চান মোস্তাফার সন্তুষ্টি ১৮
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপাদ-মস্তক আল্লার শান ১৮
হুযুর সাধারন মানুষ নন, অতুলনীয় ১৯
কোরানের ঘোষনা তিনিই হলেন ঈমান ২০
মানের ঘোষনা তিনি হলেন প্রান ২০
মাহবুবের শান ২১
আদবদারই হল নসীব ওয়ালা ২৩
রসুলে হাশমীর উপর কলমা পাঠকারীগণ ২৪
বিবেচনা করুন ২৫

হক্কের দাওয়াত ২৬
খারাপদের খারাপ ধারনা করা আবশ্যক ২৭
দুরাচার বলতেই হবে..... .....২৮
রসুলের শত্রু সম্প্রদায়ের কুৎসা রচনা করা গালি নয় বরং আল্লাহরই সুন্নাত... ....৩০
গুস্তাখে রসুলদের মসজিদে হারামের অন্তর্গত ৩২
মাহবুবে খোদার সাহাবাদের ভালবাসার আকর্ষণ এবং ঈমান ..... .৩৩
হুজুর পাকের স্মরনই হল প্রকৃতপক্ষে আল্লার স্মরন ৩৪
হুজুরের খেয়ালই হল মুসলমানদের ঈমান..... .....৩৬
সিদ্দিকে আকবরের মোহাব্বাতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন ৩৮
নবী প্রেমই উম্মতের জন্য সর্বপ্রথম বিষয় ৩৮
ফারুখে আযমের মোহাব্বাতের একটি ঈমান ৩৯
নবীর মোহাব্বত ছাড়াই সকল ইবাদাত অহেতুক ৩৯
নবীর প্রেমই হল সমস্ত বন্দেগীর মূল ৪০
মোমিন ব্যক্তি সেই, হুযুরের সম্মানে যে নিজপ্রাণ বিসর্জন দেয়. ৪১
আপনার পবিত্র মুখমন্ডল আমাদের কোরানের ন্যায় ৪৩
জান্নাতের মালিক হলেন নবী মোস্তাফা ৪৫
আমার অন্তর যেন হুজুরের স্মরণের স্থান হয় ৪৭
হযরত সাইয়েদুনা আবু আইউব আনসারী ও মোহাব্বাতে রসুলে পাক ৪৮
কন্যা নিজ পিতাকে বিছানা শরীফের উপর বসতে দেন নি ৫০
ভাই কে ? ৫০
মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয় ৫১
ইমাম রেজার কলম হল বাতিলদের জন্য তলোয়ার তুল্য ৫২
তাকেই জেনেছে, তাকেই মেনেছে অন্যদের হতে কাজ নেননি ৫৩
হাবিবে খোদার প্রতি হুজুর শের বেশায়ে আহলে সুন্নাতে ভালোবাসা ৫৫
শেষ প্রস্তাবনা ৫৭
মোহাব্বাতের শহর মদিনা মোনাওয়ারা ৫৮

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হে আল্লাহ 'জানে ঈমান'-এর বাংলা অনুবাদের এই পরিশ্রমটুকু তুমি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো। এর বিনিময়ে কোন জান্নাত নয়, জান্নাতের বালাখানার সাজানো সেই দস্তরখানও নয়, 'আমি যে তোমার রাসুলেরই গোলাম' এই স্বীকৃতিটুকুই তুমি সেদিন তাঁকে দিতে বলো। (আমীন)

খাকপায়ে রেজা
মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দরবারে 'জানে ঈমান'-কে উপঢৌকন স্বরূপ পেশ করলাম। যিনি স্বীয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওসিলায়, এই পুস্তকের দ্বারা বহু লোককে সত্যের সন্ধান দেওয়ার সাথে সাথে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য প্রেমিকে পরিণত করবেন।

জনাব শেঠ আলহাজ মোহাম্মাদ আযীয সাহেবের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, যিনি মদিনা তইয়েবায় পুস্তকটি মুদ্রনের ওয়াদা করেছিলেন এবং নিজ দায়িত্বে প্রথম সংস্করন মুদ্রন করে বন্টন করেছিলেন। এছাড়াও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, হযরত আল্লামা মৌলানা সৈয়দ আব্দুল জলীল সাহেব রেজবী (খাতিব ও ইমাম আব্দুস সালাম মাসজিদ, মোম্বাই)-এর প্রতি যাঁর প্রেরনার দ্বারা নিয়ায হুসাইন কমিটি উৎফুল্লতার সাথে ৩য় সংস্করন মুদ্রন করে বন্টন করে। জানে ঈমানের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে 'অফসেট প্রিন্ট' দ্বারা ৪র্থ সংস্করন উপস্থাপন করা হল। পাঠকদের নিকট দোওয়া প্রার্থনা করি।

খাদিমে দ্বীন ও মাতিন
আব্দুল মোস্তাফা সিদ্দিকী হাশমাতী,
রুদাওলী শরীফ

pdf By Syed Mostafa Sahib

মুখবন্ধ

মুর্শিদে বারহাক্ব, মাযহারে আলা হযরাত, ইমামুল মোনাযিরিন, গায়যুল মুনাফিক্বিন, সুলতানুল ওয়ায়েজিন, রায়সুল মুতাকাল্লিমিন হুযুর শেরে বেশায়ে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুফতী আলহাজ্জ শাহ হাফিজ ও ক্বারী মোহাম্মাদ হাশমাত আলি খান ক্বাদেরী বরকাতী রেজবী, মোজাদ্দেদী, যিনি তাঁর আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ত্বের পতাকা উড্ডিন করেছেন।

ইমাম রেজার হাতিয়ার স্বরূপ মুজাহিদের নাম স্বীয় কৃতকর্মের দ্বারা ওহাবী ও নাজদীর সাজানো তাবুতে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন। মুসলমানদের অন্তরে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার চিত্র অঙ্কন করে চমকের সৃষ্টি করেছেন। আলা হযরাত যাঁকে মুনাফিক বিরাগভাজন প্রহরী সন্তান, জয়লাভকারী ও রুহানী পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর পবিত্র দরবারে এই শুভেচ্ছাবার্তা উপস্থাপন করা হল গ্রহনীয় হওয়ার উদ্দেশ্যে।

গাদায়ে হাশমাতী
আব্দুল মোস্তাফা সিদ্দিকী হাশমাতী—খাদিম দারুল
উলুম মাখদুমীয়া—রুদওয়ালী শরীফ
জেলা-ফায়যাবাদ-ইউ.পি

অভিমত

সকল প্রকার মা'কুল ও মানকুলের সমাহার হযরাত আল্লামা মুফতী শাব্বির হাসান সাহেব ক্বিবলা রেজবী-(মুফতী ও শায়খুল হাদিস জামেয়া ইসলামীয়া-রোনাহী-ফায়যাবাদ)

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম

উপস্থাপিত পুস্তকটির লেখক হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তাফা সাহেব সিদ্দিকী হাশমতী-এর ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি কারও প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। আমি উক্ত পুস্তকের কিছু অংশ পাঠ করেছি। পুস্তকটিতে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার দিকগুলি যে পরিচিতি পেয়েছে তা এর 'জানে ঈমান' নামকরণেও বোঝা যায়। আল্লাহর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনও মর্যাদা প্রদর্শনের দিকগুলি একদিকে যেমন দলীলাদির দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে, অপরদিকে তেমন গুস্তাখে রাসুলদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃনার তালিম দিয়ে জনগণকে সোচ্চার করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাই হল ঈমানের মূল ও ঈমানের প্রাণশক্তি। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করেছেন "তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষন মোমিন হবে না, যতক্ষন না নিজ সন্তান, পিতা ও সকল মানবের চেয়েও আমাকে অধিক ভাল বাসবে। (বোখারী শরীফ) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুদের সহিত বৈরি মনোভাব রাখাও ঈমানের শর্ত।

পুস্তকটি মনোযোগের সাথে পাঠ করে নবী প্রেমকে বাস্তবে রূপায়িত

করা আবশ্যিক।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা মৌলানার এই পুস্তকটি যেন কবুল করেন, এটা যেন সকলের জন্য সমাদৃত করেন, 'জানে ঈমান' কে পরিত্রানের মাধ্যম করেন ও হযরত মৌলানাকে যেন আরও দ্বিনী খেদমত করার তওফিক দান করেন—আমীন-বেজাহে হাবিবিল করিম।

শাব্বির হাসান রেজবী
খাদিম-জামেয়া ইসলামীয়া-রোনাহী-ফায়যাবাদ

আবেদন

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরামদের লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করতঃ নিজেদের ঈমান ও আক্বীদাকে সঠিক করুন। হুযুর আলা হযরাত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু আনহু, মাজহারে আলা হযরাত হুযুর শেরে বেশায়ে আহলে সুন্নাত ও অন্যান্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরামদের লিখিত পুস্তকাদী বিশেষ করে তামহিদে ঈমান, হুস্সামূল হারামাঈন, তাজানিবে আহলে সুন্নাত এবং সাওয়ারেমূল হিন্দিয়া ইত্যাদি পুস্তকগুলি সর্বদা পাঠ করুন।

খলিফায়ে শেরে বেশায়ে সুন্নাত
আলহাজ আহমদ ওমর দোসা হাশমাতী

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানে ঈমান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আপাদ-মস্তক, খোদার শান হলেন মোস্তাফা,
সাধারন নয়, অতুলনীয় মানব হলেন মোস্তাফা।
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

কোরানের ঘোষনা তিনিই হলেন মূলে ঈমান
ঈমানের ঘোষনা, তিনি হলেন সকলের প্রান।
(হুযুর আলা হযরত ফাযিলে বেরেলবী
কাদ্দাসা সারহুল আযীয)

মাযহারে আলা হযরতের মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান

প্রিয় হাবিবকে ডাক, প্রিয় নবীর জপ নাম,
নবীর পদতলে এসো, ধরো শুধু তাঁরই দামান।।
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ঃ— বিসমিল্লা হিররহমা নিররহীম —ঃ

{ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর মোহাব্বাতের অস্বীকারকারীগণ হল দোজখী }

[লাকাল হামদু ইয়া আল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আলাইকাস সালাত ওয়াস সালাম।]

দোজখী হবে, যদি দিলে না থাকে মোহাব্বাতে রাসুল,
যদিও করো সারা জীবন বন্দেগী, তিনি ছাড়া হবে না কবুল।।
(শারে বেশায়ে আহলে সুন্নাত)

মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! ইসলাম মোদের সম্মান জ্ঞাপন ও ভালোবাসা স্থাপনের শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করেন—

"ওয়া তুয়াজ্জিরুহু ওয়া তুয়াক্কিরুহু ওয়া তুসাব্বিহু বুকরাতান ওয়া সিলা"

[২৬ পারা - সুরা ফাত্হ - আয়াত নং-৯]

অর্থ ঃ রাসুলের মহত্ব বর্ণনা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো, আর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করো।

[কানযুল ঈমান]

সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ পাক ও তাঁর (রাসুল) হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান রাখার পর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অতঃপর অন্যান্য সকল আমল। হুযুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ব্যতিত কোন আমলই কবুল হয় না। ইজমায়ে উম্মাত দ্বারা প্রমানিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বে-আদবী প্রদর্শনকারীরা হল কাফের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর আযাব তাদের জন্য নির্ধারিত। এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশকারীরাও কাফের। আল্লাহ পাক কোরান শরীফের মধ্যে হুযুর পাকের শানে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন—সেগুলি পাঠ করলে ঈমানের সজীবতা আসে। মুসলমান! আপনাদের রব তায়ালা আপনাদের হুকুম দিয়েছেন—

"ইয়া আইয়ু হাল লাযিনা আমানু লা তাকুলু রাইনা
ওয়া কুলু উনযুর না ওয়াসমা'উ ওয়া লিল কাফিরিনা আযাবুন আলিম"

[১ পারা - সুরা বাক্বারা - আয়াত নং - ১০৪]

অর্থ ঃ হে ইমানদারগন! রা-ইনা বলোনা এবং পরিবর্তে এভাবে আরয করো, 'হুযুর আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন।

অবতীর্ণ হবার কারণ ঃ যখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে জ্ঞান ও উপদেশ দান করতেন, তখন মাঝে মাঝে তারা বলত 'রা-ইনা ইয়া রাসুলাল্লাহ' অর্থাৎ আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন, কালাম পাককে ভালভাবে বোধগম্য হবার সময় দেন। ইহুদীদের পরিভাষায় ঐ শব্দটির মধ্যে বে-আদবী প্রদর্শিত হয়-যার কারণেই হয়তো কিছু মুনাফিক পর্যায়ের মুসলমান এর ব্যবহার শুরু করেছিল। সা' আদ বিন মো' আয, ইহুদীদের এই ব্যবহারিক পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। কয়েকজনের মুখে এই শব্দ শোনামাত্রই, তিনি বলে উঠেন "খোদার দুশমন, তোমাদের উপর আল্লাহর অমঙ্গল বর্ষিত হোক; পরবর্তীতে যদি এরূপ শুনি, তাহলে তোমাদের হত্যা করব"। ইহুদীরা বলে উঠে 'আমাদের উপর আপনি শুধু শুধু হৃদয়হীন হচ্ছেন কেন? মুসলমানরাও এরূপ শব্দের ব্যবহার করে'। এ অবস্থায় তিনি, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু

Pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে মলীন হৃদয়ে উপস্থিত হলে, বর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ন হয়। যার মধ্যে 'রা-ইনা'-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে, তার স্থলে 'উনযুর-না' শব্দের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। (খাযায়েনুল ইরফান)

হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে অগ্রগামী হওয়া নিষেধ ঃ—

আল্লাহ পাক ঘোষনা করেন -

"ইয়া আউয়ু হাল লাজিনা আমানু লা তুকাদ্দিমু বায়না ইয়াদি ল্লাহি ও রসুলিহী, ওয়াত্তাক্কুল্লাহা ইন্নাল্লাহা সামিউন আলিম"

[২৬ পারা - সুরা হুজুরাত - আয়াত নং ১]

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অগ্রগামী হইও না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন, জানেন।

অবতীর্ণ হবার কারণ ঃ কিছু সংখ্যক লোক ঈদুল আযহার দিনে বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেই ক্বুরবাণী করে নিলে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন তারা ক্বুরবাণী পুনরায় করেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, কিছু লোক রমযানের একদিন পূর্বেই রোযা রাখা আরাম্ভ করে দিতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ন হয়েছে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে "রোযা পালনের ক্ষেত্রে আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অগ্রগামী হইও না।"

খবরদার! নবীর দরবারে তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ যেন না হয়

"ইয়া আইউয়ু হাললাযিনা আমানু লা তারফায়ু আসওয়াতাকুম

ফাওকা সাওতিন্নব্বী ওয়ালা তাজহারুলাহু বিল কাওলে কা জাহরে বাদুকুম লিবাদিন, আন তাহবাতা আ'মালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন"। [২৬ পারা - সুরা হুজুরাত - আয়াত নং ২]

অর্থ ঃ হে, ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী)-এর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর যা তোমাদের খবরই থাকবে না।

অবতীর্ণ হবার কারণ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত সাবিত ইবনে ক্বায়াস ইবনে শাম্মাসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কানে একটু কম শুনতেন আর তাঁর কণ্ঠস্বরও উঁচু ছিল। কথা বলার সময় আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন হযরত সাবিত আপন ঘরেই বসে রইলেন। আর বলতে লাগলেন—"আমি দোযখবাসীর অন্তর্ভুক্ত।" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সা' আদকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করলেন। তিনি আরয করলেন, "হাঁ , তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার জানা মতে, তিনি কোন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন"। এরপর এসে তিনি হযরত সাবিতকে সে কথা বললেন, হযরত সাবিত বললেন, "এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর তুমি জানো, আমি তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে অধিকতর উচ্চস্বরে কথা বলি। সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।"

হযরত সা'আদ এ অবস্থা হুযুরের পবিত্রতম দরবারে আরয করলেন। তখন হুযুর এরশাদ ফরমালেন—'সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদব প্রদর্শনকারীদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে।

"ইন্নাল্লাযীনা ইয়াগুদ্দুনা আসওয়াতাহুম ইনদা রাসুলিল্লাহি উলায়িকাল লাযিনাম তাহানাল্লাহু ক্বুলুবাহুম লিততাকওয়া লাহুম মাগফিরাতুন ওয়া আজরুন আযীম।"।

[২৬ পারা - সুরা হুজুরাত - আয়াত নং ৩]

অর্থ ঃ নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বর নিচু রাখে আল্লাহর রসুলের নিকট, তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা খোদা ভিরুতার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রয়েছে। [কানযুল ঈমান]

অবতীর্ণ হবার কারণ ঃ 'ইয়া আইউয়ুহাল লাযিনা আমানু লা তার ফাউ আসওয়াতাকুম' অবতীর্ণ হবার পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুক্ব র'দিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ও অন্য সাহাবায়ে কেরাম গন অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিলেন এবং তাঁরা পবিত্রতম দরবারে অতি নিচু স্বরে কিছু আরয করতেন। এসব হযরতের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

আদবের ক্ষেত্রে কম প্রদর্শনকারীরা মূর্খ

"ইন্নাল্লাযিনা ইউনাদুনাকা মিন ওরায়িল হুজুরাতে আকসারুহুম লা ইয়াক্বিলুন," ওয়া লাও আন্নাহুম সাবারু হাত্তা তাখরুজা ইলায়হিম লা কানা খায়রান লাহুম - ওয়াল্লাহু গাফুরুর রহিম"।

[২৬ পারা - সুরা হুজুরাত - আয়াত নং ৪]

অর্থ ঃ নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা আপনাকে হুজরা সমূহের (প্রকোষ্ঠ) বাইরে থেকে আহ্বান করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ এবং যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা ধৈর্যধারন করতো যতক্ষন না আপনি তাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করতেন, তবে তা তাদের জন্য উত্তম ছিল এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

অবতীর্ণ হবার কারণ ঃ এ আয়াত বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে দুপুরের সময় এসে পৌঁছে ছিল। তখন হুযুর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঐসব লোক পবিত্র হুজরা সমূহের বাইরে থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকতে আরম্ভ করল। হুযুর তাশরিফ নিয়ে এলেন। ঐসব লোকের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। যাহাতে আল্লাহর রসুলের মহা মর্যাদার কথা এরশাদ হয়েছে যে, হুযুরের পবিত্রতম দরবারে এভাবে ডাকা মূর্খতা ও বিবেকহীনতারই পরিচায়ক। আর ঐসব লোককে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(খাযায়েনুল ইরফান)

হুযুরের শানে বে আদবী প্রদর্শনকারীদের মূলে ত্রুটি

"উ'তুল্লিম বাদা যালেকা যানিম"।

[২৯ পারা - সুরা ক্বালাম - আয়াত নং ১৩]

অর্থ ঃ বদমেজাজ, এসব কিছুর উপর অতিরিক্ত এ যে, তার মূলে ত্রুটি।

হাবিবের শান ঃ

যখন এ আয়াত অবতীর্ন হয়েছে, তখন ওয়ালীদ বিন মুগীরা গিয়ে তার মাকে বললো, "মুহাম্মাদ (মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সম্পর্কে দশটি দোষ উল্লেখ করেছেন। নয়টি দোষ সম্পর্কে অবগত কারণ সেগুলো আমার মধ্যে বিদ্যমান; কিন্তু দশম যে দোষটি (মূলে ত্রুটি থাকা বা জন্মে দোষ থাকা) -এর প্রকৃত অবস্থা আমার

জানা নেই। হয়ত তুমি আমাকে এ সম্পর্কে সত্য বলবে, নতুবা আমি তোমার শিরচ্ছেদ করে ফেলবো।" এর জবাবে তার মা বললো, 'তোমার পিতা নপুংসক (না মর্দ) ছিলো। আমি আশংকা করলাম যে, তার মৃত্যু ঘটবে, অতঃপর তার ধন-সম্পদগুলো অপর লোকেরা ভোগ করবে। তারপর আমি একজন রাখালকে ডেকে কু-কর্মে লিপ্ত হই। তুমি তারই ঔরশ জাত (জন্মলাভ করেছ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ওয়ালীদ বিন মুগিরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কু- কথা বলেছিল (উম্মাদ)। এর জবাবে আল্লাহ তা' আলা তার দশটি বাস্তব দোষ প্রকাশ করে দিলেন। এ থেকে বিশ্বকুল-সর্দার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর মাহবুব হিসাবে তাঁর মহা-মর্যাদার কথা বোঝা যায়। (খাযায়েনুল ইরফান)

নবীর গুস্তাখদের শুঁড়রূপী থুতনীর উপর দাগ দেওয়া হবে

"সানাসিমুহু আলাল খুরতুম"।

[২৯ পারা - সুরা ক্বালাম - আয়াত নং ১৬]

অর্থ ঃ অতি সত্বর আমি তার শুঁড়রূপী থুতনীর উপর দাগ দেবো।

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তার চেহারা বিকৃত করে দেবো এবং তার অভ্যন্তরীন মন্দ অবস্থার চিহ্ন তার চেহারার উপর প্রকাশ করে দেবো। যাতে তাদের জন্য তা লজ্জার কারণ হয়। আখিরাতে তো ঐসব কিছু ঘটবেই, কিন্তু দুনিয়ায়ও এ সংবাদপূর্ণ হয়েই থাকবে। এবং তার নাক কলঙ্কযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কথিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে তার নাক কেটে গিয়েছিল।

(খাযায়েনুল ইরফান)

আল্লাহ চান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফের সম্প্রদায় মন্তব্য করেছিল যে, মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর প্রতিপালক পরিত্যাগ করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন। এর পরিপেক্ষিতে পবিত্র সূরা 'ওয়াদ দুহা' অবতীর্ণ হয়েছে।

"ওয়াদ দুহা - ওয়াল লায়লি ইযা সাযা। মা ওয়াদ্দায়াকা রব্বুকা ওয়া মা ক্বালা, অয়ালাল আখিরাতুখয়রুল লাকা মিনাল উলা ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রব্বুকা ফা তার দা"।

[৩০ পারা - সুরা দোহা - আয়াত নং ১-৫]

হে মাহবুব; আপনার পবিত্র চেহারার শপথ, আপনার পবিত্র যুলফ (ভ্রু) মোবারকের শপথ - আপনাকে আপনার প্রতি পালক পরিত্যাগ করেন নি এবং না অপছন্দ করেছেন। এবং নিশ্চয় পরবর্তী জীবন আপনার জন্য পূর্ববর্তী জীবন অপেক্ষা উত্তম। এবং নিশ্চয় অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এমন পরিমান দেবেন যে, আপনি সতুষ্ট হয়ে যাবেন। (তরজমা রেজবীয়া)

তাঁর আপাদ—মস্তক হল আল্লাহর শান

"ইয়া আউয়ুহান্নাবী ইন্না আরসাল নাকা শা'হিদাঁও ওয়া মুবাশ্শিরাঁও ওয়া নাযিরা ওয়া দাইয়ান ইলাল্লাহে বে ইযনিহী ওয়া সিরাজাম মুনিরা"।

[২২ পারা - সুরা আহযাব - আয়াত নং ৪৫-৪৬]

অর্থ ঃ হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয়, আমি আপনাকে প্রেরন করেছি, 'উপস্থিত পর্যবেক্ষনকারী' (হাযির নাযির) করে, সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী রূপে। এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে। (কানযুল ঈমান)

তিনি সাধারণ মানুষ নন, অতুলনীয়

Pdf By Syed Mostafa Sahib

"কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইআ"।

[১৬ পারা - সুরা কাহফ - আয়াত নং ১১০]

অর্থ ঃ আপনি বলুন; (প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো) আমি তোমাদের মতো, আমার নিকট ওহী আসে"।

তফসীর ঃ হুযুর রহমতে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে মানবীয় অবস্থাদি ও রোগ সমূহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কেউ তাঁর সমতুল্য নয়। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। আল্লাহ্ তা' আলা তাঁকে সৌন্দর্যমণ্ডিত আকৃতিতেও সর্বাপেক্ষা উত্তম ও উন্নত করেছেন। আর হাক্বীকাত, আত্মা ও আভ্যন্তরীন দিক দিয়ে সমস্ত নবীই মানুষের গুনাবলী থেকে উত্তম। যেমন, কাযী আয়াজ কৃত 'শেফা শরীফ' এ রয়েছে এবং শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহেলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন যে, নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) এর শরীর সমূহ ও বাহ্যিক আকৃতি তো মানবীয় সীমায় রাখা হয়েছে, কিন্তু তাদের রুহ বা আত্মাসমূহ বাশরীয়তের (মানব বৈশিষ্ট্যের) উর্ধ্বে এবং আসমানবাসি (ফেরেশতা দল) এর সাথে সম্পর্কময়। শাহ আব্দুল আযীয সাহেব মুহাদ্দিসে দেহেলবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'সুরা ওয়াদদুহা'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানবীয় অস্তিত্বের দিকটা তো মোটেই বাকী থাকে নি, বরং আল্লাহর 'নূরসমূহ'-এর আধিক্য সার্বক্ষনিকভাবে তাঁকে ঘিরে রেখেছে। সর্বাবস্থায়ই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সত্তা ও পূর্ণতাসমূহের মধ্যে কেউই তাঁর মতো নয়। এ আয়াতে কারীমায় তাঁকে আপন বাহ্যিক মানবীয় আকৃতির কথা প্রকাশ করার জন্য বিনয় প্রকাশার্থেই নির্দেশ দোওয়া হয়েছে। (খাযায়েনুল ইরফান ও মাদারেজুন

নবুওত)

কোরানের ঘোষনা তিনিই হলেন ঈমান

"ফালা ওয়া রব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইওহাক্কিমুকা ফিমা শাজারা বাইনাহুম"।

[৫ পারা - সুরা নিসা - আয়াত নং ৬৫]

অর্থ ঃ সুতরাং হে মাহবুব! আপনার প্রতি পালকের শপথ, তারা মুসলমান হবে না, যতক্ষন পরস্পর ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না। [কানযুল ঈমান]

ঈমানের ঘোষনা, তিনিই হলেন প্রান

"মাই ইউতিইর রসুলা ফাক্বাদ আতা আল্লাহ্"।

[৫ পারা - সুরা নিসা - আয়াত নং ৮০]

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রসুলের নির্দেশ মান্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে।

[কানযুল ঈমান]

অবতীর্ণ হবার কারণ ঃ রসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, 'যে আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে। আর যে আমার সাথে ভালবাসা রেখেছে সে আল্লাহর সাথে ভালবাসা রেখেছে।" এর উপর ভিত্তি করে আজ কালকার বে-আদব বদ-দ্বীন লোকেদের ন্যায় সে যুগের কোন কোন মুনাফিক বলেছিল যে, মুহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা চান যে, আমরা তাঁকে প্রতিপালক মেনে নিই, যেমন খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরাত মারিয়াম-উম্মুল ঈসা (আলাই হিস সালাম) কে প্রতিপালক মেনে

নিয়েছে। এর উপর আল্লাহ তায়ালা তাদের খণ্ডনে-এ আয়াত নাযিল করে স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীর সত্যতা প্রমান করেছেন যে, নিঃসন্দেহে রসুলের আনুগত্যই আল্লাহরই আনুগত্য।' (খাযায়েনুল ঈরফান)

মাহবুবের শান

আল্লাহ্ আল্লাহ! 'রায়িনা' বলাতে দুশমনীর আভাষ থাকায় আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দ হয়নি। চাল-চলন, ক্রিয়া-কর্মে এমনকিছু শব্দের ব্যবহার করা, যার মধ্যে দুশমনীর আভাষ পাওয়া যায় তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। নবীর দরবারে উচ্চস্বরে আওয়াজ করাও পছন্দ নয়। নবীর পূর্বে কোরবাণী করা, রোযা রাখা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ঘোষনা করেন—"না খোদার আগে বর্ধিত হয়, না নবীর আগে"। সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, খবরদার! খবরদার! আদব ও সাবধানতা যেন বজায় থাকে। নতুবা নামায, রোযা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তোমাদের খবরই থাকবে না।

যে সকল লোক আদব ও মর্যাদা বজায় রাখে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা হুজরার পিছন হতে উচ্চস্বরে আওয়াজ করে তাদের গাওয়াঁর ও মূর্খ বলা হয়েছে। সে সকলদের আদব ও সম্মান প্রদর্শন করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। যখন মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে তাশরিফ নিয়ে আসবেন তখন যেন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যারা হুযুরের পবিত্র দরবারে বে-আদবী করার জন্য মজনু (পাগল) শব্দ ব্যবহার করেছিল, তাদেরকে অসম্মান ও পদদলিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনার দশটি কু-লক্ষন প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি সুস্পষ্টভাবে তার 'মূলে যে ত্রুটি' তা বলা হয়েছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং রব বলেছেন 'আমি তার থুতনীতে দাগ দেব, চেহারার পরিবর্তন ঘটাবো' ইত্যাদি।

হে মাহবুব! আপনার রব, আপনার প্রতি অসীম দয়াবান। শীঘ্রই আপনাকে এমন কিছু প্রদান করবেন, যাতে আপনি রাজী হয়ে যাবেন।

"বা মোস্তাফা বার সা খুরেশ রাকে দ্বি হামাওয়াস্ত
আগার বাউ নব সাইয়েদি তামাম বু লাহবী আসত"

অনুবাদ ঃ

মোস্তাফার দামান ধর ভাইরে, তিনিই তো দ্বীনে সবই,
যদি এমন না কর তবে, সকল ইবাদাতই আবুলাহাবী।

সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে 'আমি আপনাকে শাহিদ (সাক্ষী), মুবাশ্শির (সু সংবাদ প্রদানকারী), নাযির, দাফে এবং সিরাজ ও মুনির বানিয়েছি'। আপনি মানব; কিন্তু এমন মানব যে, আপনার মতো কেউই হবে না। আপনার নিকট ওহী নাযিল হয়। আপনাকে যদি কেউ হাকিম বলে মান্য না করে, তাহলে সে মোমিন হতে পারবে না। যে আপনাকে অনুসরন করল, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকেই অনুসরন করল। কারণ আপনার অনুসরনই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুসরন।

"মে তো মালিক হী কাহুঙ্গা কে হো মালিক কে হাবিব
ইয়ানি মাহবুব ও মুহিব মে নেহী মেরা তেরা"

(আলাহযরত)

অনুবাদ ঃ

"আমি তো মালিকই বলব কারণ তিনি মালিকের হাবিব,
আমার তোমার থাকে না যারা হন পরস্পর মাহবুব ও মুহিব"।

"আদব প্রদর্শন কারীই হল নসীব ওয়ালা"

আম্বিয়াদের নিমিত্তে তাযীম ও সম্মান এবং তাঁদের দরবারে আদবের সহিত আলাপ-আলোচনা করা ফরয। আর তাঁদের নিমিত্তে বে-আদবী করা হল কুফরী এবং এরূপ করলে সকল প্রকার কর্ম সমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে। যে সব শব্দের দ্বারা বে-আদবীর আভাষ পাওয়া যায় সে সব শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ। আম্বিয়াদের ক্ষেত্রে উচ্চ সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার জরুরী। নবুওত ও রেসালতের স্থান খুবই সম্মানিত ও সাবধানতা অবলম্বনের স্থান।

"আদব গা হাসত যেরে আসমাঁ আজ আরশে নাযুকতার।
নফস গুম করদাহ মি আয়েদ জুনায়েদ ও বাইজিদ ইঁজা।"।

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস সালামদের বারগাহে এমন কোন উচ্চ প্রকাশ ভঙ্গী নেই, যা তাদের উচ্চস্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হয়। এমনকি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেও তা হবে অতি উচ্চমানের। কিন্তু আফশোষের বিষয় ঃ ওহাবী, দেওবন্দী ইত্যাদি নবীর দুশমন গোষ্ঠীদের অপবিত্র কলম যা, নবুওত ও রিসালতের ক্ষেত্রে বে-আদবী সূচক শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেনি। নিম্নে তাদের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হল ঃ

v আশরাফ আলী থানুবী

"যায়েদের কথা মত যদি, হুযুরের পবিত্র জীবনের সহিত ইলমে গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান) কে সংশিষ্ট করা হয়, তাহলে লক্ষ্যনীয় যে, এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা হুযুরের সকল জ্ঞান না আংশিক জ্ঞান। যদি আংশিক হয়, তাহলে এটা হুযুরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হবে কেন, এ প্রকার জ্ঞান যায়েদ, ওমর, বকর, সকল শিশু, পাগল এমনকি সকল জানোয়ার,

Pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুষ্পদ (কুকুর, শুয়ার, ঘোড়া, গাধা) জন্তুর মধ্যেও বর্তমান।"

(হিফজুল ঈমান ৮ পৃঃ, লেখক ঃ আশরাফ আলী থানুবী)

খলীল আহমদ আম্বেঠবী

লক্ষ্যনীয় যে, শয়তান ও মালাকুল মাওতের অবস্থার পরিপেক্ষিতে, ফখরে আলমের জন্য সকলপ্রকার জ্ঞানকে মান্য করা যা ক্বুরআন ও হাদিসের বিপরীত তা শুধুমাত্র অগ্রহনীয় ক্বেয়াস দ্বারা সাব্যস্ত করা শিরক নয়তো কি কোন ঈমানের অংশ? শয়তান ও মালাকুল মাওতের এই জ্ঞানের ব্যাপকতা নাস্সে কাতই (ক্বুরআন ও হাদিস) দ্বারা সাব্যস্ত। ফখরে আলমের জ্ঞানের ব্যাপকতার কি এমন নস দ্বারা সাব্যস্ত যা সকল প্রকার নস কে বাতিল করে একটা কুফরী সাব্যস্ত করে?

(বারাহিনে কাতিয়া, ৫১ পৃঃ)

ইসমাইল দেহেলবী

১। যার নাম মোহাম্মাদ বা আলী, সে কোন বিষয়ে মুখতার (প্রধান) নয়—(তাকবিয়াতুল-ঈমান ৮৯ পৃঃ)

২। সমস্ত সৃষ্টি বড়ই হোক বা ছোট, আল্লাহর নিকটে সব চামারের তুলনায় নগন্য। (তাকবিয়াতুল-ঈমান ৪১ পৃঃ)

৩। আম্বিয়া ও আওলিয়াদের অবস্থা তাঁর নিকট বিন্দুর তুলনায়ও নগন্য। (তাকবিয়াতুল-ঈমান ২৩ পৃঃ)

রসুলে হাশমী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)—এর কলমা পাঠকারীগণ লক্ষ্য করুন ঃ

থানুবী যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে প্রকাশ্যে বে-আদবী করেছে ঃ সে মন্তব্য করেছে—হুযুরের ন্যায় ইলমে গায়েব

(অদৃশ্য জ্ঞান) বোকা, পাগল শিশু, জানোয়ার ও চতুষ্পদ প্রানীর মধ্যেও বর্তমান। অর্থাৎ সে (থানুবী) হুযুর পাকের জ্ঞানকে প্রতিটি জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে তুলনা করেছে।

খলীল আহমদ অম্বেঠবী ইবলিশ ও মালাকুল মাওতের জন্য প্রচুর জ্ঞানকে মান্য করেছে অথচ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে প্রচুর জ্ঞানকে মান্য করা 'শিরক' বলেছে। এবং তার মত হল যে, শয়তান ও মালাকুল মওতের জন্য ব্যাপক জ্ঞানকে মান্যকারীই হল প্রকৃত মুসলমান ও তার আক্বীদা ক্বুরআন ও হাদিস অনুযায়ী সঠিক। অপরদিকে যে ব্যক্তি ওই প্রকার জ্ঞান (যা হয়েছে এবং হবে) হুযুরের মধ্যে বর্তমান মান্য করবে সে কাফেরও মুশরক।

ইসমাইল দেহেলবী হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও হযরত আলী কারামুল্লাহু ওজহু উভয়ের 'মুখতার' হওয়াকে অস্বীকার করেছে এবং এমনভাবে অস্বীকার করেছে যেমনভাবে কোন নগন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে করা হয় ও নাম নেওয়া হয়। সম্মান সূচক শব্দ (যাঁর) ব্যতিত অসম্মান সূচক শব্দ (যার) ব্যবহার করেছে। পূর্বে ও পরেও কোনরূপ সম্মান সূচক আলামত ব্যবহার করেনি। দ্বিতীয় বাক্যে বড় মাখলুক মন্তব্য করার পর আম্বিয়া ও রসুলগণদের চামারের তুলনায়ও নগন্য বলেছে। তৃতীয় বাক্যে আম্বিয়া আওলীয়াদের খোদার নিকট নগন্য বলে সাব্যস্ত করেছে। (মাআযাল্লাহ) (আল্লাহ রক্ষা করুন)

বিবেচনা করুন ঃ

দেওবন্দী বা ওহাবীদের নিকট হয়তো এরূপ ব্যবহার নিন্দনীয় নাও হতে পারে, কিন্তু এর পর্যালোচনা যদি এরূপভাবে করা হয় ঃ এ সকল উক্তি সমূহ যদি তাদের মোল্লাদের সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়। অথবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের নিকট প্রশংসনীয়দের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহলে কি তারা এরূপ সহ্য করবে। উদাহরন স্বরূপ, যদি এরূপ লেখা হয় আশরাফ আলী থানুবীর চেহারার এমন কি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে ? তার মত থুতনী তো শূয়ারেরও রয়েছে। যেমনভাবে তার চোখ, নাক, মুখ, ঠোঁট ও দাঁত বর্তমান তা কুকুরের মধ্যেও বর্তমান। থানুবী, আম্বেঠী ও ইসমাইল দেহেলবী আল্লাহর নিকট মেথরের চেয়েও নগন্য। এবং এতই নগন্য যেরূপ নগন্য হল নদর্মার দুর্গন্ধযুক্ত কীট। আমার জ্ঞানও মতে, এরূপ মন্তব্য ওহাবী মতাবলম্বী কেউই সহ্য করবে না এমন কি তাদের মধ্যে অসন্তোষ বা দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হবে এবং ক্ষোভের রোষ ছড়িয়ে পড়বে। তাহলে চিন্তার বিষয়, এ সকল উক্তি যদি দেওবন্দী বা ওহাবী মৌলবীদের জন্য ব্যবহার সঠিক না হয় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহলে এ সকল উক্তি কিভাবে হুযুর পাকের শানে ব্যবহারের যোগ্য হতে পারে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হাদিস পাকে কি এরূপ বর্ণিত হয়েছে? 'খারাপ কে খারাপ বলা থেকে বিরত থাক'

তাবরাণী শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে মন্দকে মন্দ বল কারণ তার সম্পর্কে মানুষ সচেতন হবে, এবং তার মধ্যে যেসব কূ-প্রবৃত্তি রয়েছে সেসব সম্পর্কেও মানুষ সচেতন হবে।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করেন "যখন কোন ফাসিক (পাপাচার) ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং আরশ হেলতে থাকে"। (মিশকাত শরীফ হাদিস নং 4859 কেতাবুল আদাব, বায়হাক্বী ফি শওবিল ঈমান)

ফকীহ বিদদের মতে, তিন প্রকার লোকেদের সম্পর্কে কু-মন্তব্য করা

গীবত নয়। তারা হল ঃ অত্যাচারী ইমাম, খারাপ আক্বীদা সম্পন্ন লোক ও প্রকাশ্যে পাপাচারী।

(এহ ইয়াউ উলুমিদ্দিন)

মনে রাখার বিষয়, আক্বীদার ক্ষেত্রে পাপাচার, আমলের পাপাচার অপেক্ষা অতি নগন্য। আমলের দিক হতে পাপাচার সম্পর্কে কু-মন্তব্য করার হুকুম রয়েছে এবং যে ব্যক্তি খারাপ আক্বীদা সম্পন্ন তার গুমরাহীকে প্রকাশ্যে তুলে ধরা অতি প্রয়োজনীয় এ কারণে যে, লোকেরা যেন তাদের কে সর্দার মেনে না নেয় এবং তাদের মতো যেন কু-আক্বীদা সম্পন্ন হয়ে না যায়।

দেওবন্দীদের কুৎসিত আক্বীদা সম্পর্কে সর্বজন জ্ঞাত। এ সকল মৌলবীরা হুযুর পাকের শানে চরম বে-আদবী করেছে এবং ওলামায়ে দ্বীন সম্পর্কে অট্টহাস্য করেছে।

খারাপদের খারাপ বলে মন্তব্য করা অতি আবশ্যক নতুবা কবর লানাতে পরিপূর্ণ করা হবে।

সাধারণভাবে কিছু লোক এরূপ মন্তব্য করে বসে—"আমাদের কী প্রয়োজন খারাপ-আক্বীদা সম্পন্নদের খারাপ বলার, তাদের সম্পর্কে প্রতিবাদ করে আমরা কেন খারাপ হবো, তারা তাদের কবরে যাবে আর আমরা আমাদের কবরে"।

এটা সত্য যে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কবরে কবরোস্থ হবে। কিন্তু যারা কু-আক্বীদা সম্পন্নদের ও খারাপ মতাবলম্বীদের ইচ্ছাকৃত ভাবে খণ্ডন ও বর্জন এবং তাদের সম্পর্কে কু-মত পোষন করবে না, তাদের কুফরীয়াতের ও ভ্রষ্টাচারের মধ্যে বেষ্টিত দেখা সত্ত্বেও কোনরূপ প্রতিবাদ করবে না অথবা আনন্দিত হবে, তাহলে তাদের কবরকেও

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ লানাত দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—যখন ফেৎনার প্রকাশ ঘটবে (বদমাযহাবদের প্রাদুর্ভাব ঘটবে) ও আমার সাহাবাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হবে, তখন আলীম সম্প্রদায়ের আবশ্যিক কর্তব্য হবে, উক্ত বিরূপ মত পোষনকারী দূরাচারদের প্রতিবাদ করার এবং খারাপ মতাবলম্বীদের খণ্ডন করার। যে সকল আলেম এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকবে, তার উপর আল্লাহর লানাত, ফেরেশতাদের লানাত ও সকল সৃষ্টকূলের পক্ষ থেকে লানত বা অভিশাপ পতিত হবে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাদের ফরয ও নফল কোন প্রকার ইবাদতকেই কবুল করবেন না।

লক্ষ্য করুন, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবাদের শত্রু সম্প্রদায়দের প্রতিবাদ খণ্ডন না করার জন্য অভিশাপ বর্ষিত হয়, তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারের শত্রুদের প্রতিবাদ না করায় অত্যধিক অভিশাপ যে বর্ষিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দুরাচার বলতেই হবে ঃ

কখনও কখনও পাপাচার লোকেরা এরূপ মন্তব্য করে থাকে যে, যতক্ষন তুমি খারাপ আক্বীদা সম্পন্নদের প্রতিবাদ করবে ততক্ষন যদি দরুদ শরীফ পাঠ কর তাহলে অধিক লাভবান হবে, তাছাড়া তুমি তাদের নিকটও খারাপ হবে না।

কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে, কোরান শরীফ পাঠের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রযিম' পাঠ করতে হয়। যদি কেউ এরূপ মন্তব্য করে 'ভাই শয়তানকে মরদুদ (অভিশপ্ত) বলা মানে তাকে গালী দেওয়া, অতএব কোরান তেলায়াতের সময় বা নামাযের মধ্যে এরূপ না বলো'। এর

Pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যুত্তরে প্রত্যেকেই মন্তব্য করবে-জ্বি-না! 'বিসমিল্লাহ্' বলে আল্লাহকে রহমান ও রহিম এবং 'আলহামদু' শরীফ পাঠ করে আল্লাহর গুনগান ও প্রশংসাবলী করার পূর্বে শয়তানকে মরদুদ (অভিশপ্ত) বলা আবশ্যক। তাছাড়া যাবেহের ক্ষেত্রে 'আল্লাহু-আকবার' এর পরিবর্তে যদি দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়, তাহলে যাবেহ শুদ্ধ হবে না। সুতরাং খারাপদের খারাপ বলে মন্তব্য করা আবশ্যক।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ আলাই হি সাল্লামের সম্মুখে অভিশপ্ত শয়তান তিন বার উপস্থিত হলে, হযরত খলীল তার প্রতি সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করেন এবং শয়তান ধরাশায়ী হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন "তোমরা অভিশপ্ত শয়তানের প্রতি প্রস্তরাঘাত কর। হযরাত ইব্রাহীম আলাই হি ওয়া সাল্লামের অনুসরন স্বরূপ"। ফোকিহগন মন্তব্য করেন—যে সকল কাঁকর বা প্রস্তরাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়, (শয়তানের প্রতি) সেগুলি কবুল হয় ও উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং সেগুলিকে ক্বেয়ামতের দিবসে নেকীর পাল্লার উপর রাখা হবে।

যদি কেহ এরূপ মন্তব্য করে হজযাত্রীদের কাঁকর বা প্রস্তরাখণ্ড নিক্ষেপ করার চেয়ে উত্তম হবে যদি দরুদ পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত ও নামায পাঠ করা হয়। কারন যখন শয়তান হযরত খলীলের ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল, তখন তিনি তার প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং যার ফলে সে (শয়তান) ধরাশায়ী হয়। অতএব এখন তার প্রতি কাঁকর নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই ঃ

আল্লাহু-আকবর বলাই যথেষ্ট।

এরূপ মন্তব্যের কোন অস্তিত্ব থাকবে না কারন নবীর দুশমানের প্রতি এরূপ কাঁকর নিক্ষেপ করাকে সারা বিশ্বের মানুষ ইবাদত বলে মান্য করে। তাছাড়া ওই সকল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা যে নেকীর পাল্লাকে ভারী করা হবে তা পূর্বেই আমরা শুনেছি। অতএব হাদিসের দ্বারা প্রমানিত যে, রসুলের শত্রুদেরকে দুরাচার বা পাপাচার বলে সম্বোধন করা কোন খারাপ কাজ নয়, বরং ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ।

রসুলের শত্রু সম্প্রদায়ের কুৎসা রচনা বা বর্ণনা করা গালী নয় বরং আল্লাহরই সুন্নাত

বারংবার এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয় যে, আমিই হচ্ছি সবচেয়ে নিকৃষ্ট অতএব কি প্রয়োজন অপরকে নিকৃষ্ট বলার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নিয়ম হল 'নিকৃষ্টকে নিকৃষ্ট বলা'। 'আবুলাহাব' সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, এমন কেউই নেই যে সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একবার খারাপ মন্তব্য করেছিল। তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুরা 'তাব্বাত ইয়াদা' নাযিল করে এরূপ জ্ঞান দিলেন যে, আমার হাবিব সম্পর্কে খারাপ ধারণাকারী যত বড়ই হোক না কেন এবং যত নিকটেরই হোক না কেন তাকে খারাপ ও পাপাচার বলো।

কিছু কিছু লোক আবার এরূপ মন্তব্য করে—মেম্বারে চড়ে রসুলের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে কাফের, অভিশপ্ত ও শয়তানদের গালি দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু নামাযী নামাযের মধ্যে 'তাব্বাত ইয়াদা' পাঠ করত আবু লাহাবকে খারাপ বলে স্বীকার করে। সুরা 'নুন ও ক্বলম'-এর আয়াত

উতুলিম বা'দা যালেকা যনিম' পাঠ করে ওলিদ বিন মুগিরার মূলে ক্রটি (জারয সন্তান) বলে স্বীকার করে, আল্লাহ আল্লাহ ঃ আবুলাহাব ও ওলীদ বিন মুগীরাকে খারাপ ও হারামী বলে মান্য করলে সাওয়াব যেমন হয় অনূরূপ নামাযও পূর্ণ হয়। অতএব নবীর দুশমানদের কুৎসা বর্ণনা করা বৈধ এবং সাওয়াবের কাজ।

একটি উদাহরন ঃ আপনারা অনেকেই হয়তঃ দেখেছেন যে, কোন পকেটমার, চোর বা খারাপ প্রবৃত্তির লোক তার ক্রিয়ার কারনে যদি ধরা পড়ে তখন তাকে লোকেরা ধোলাই দিতে শুরু করে। যদি সেই মুহূর্তে কোন ব্যক্তি এসে এরূপ মন্তব্য করে—ভাই সকল আমরা সকলেই খারাপ অতএব কাউকে খারাপ বল না। তাহলে সমস্তলোক ওই চোর বা পকেটমারকে ছেড়ে ওই নসীহতকারীর উপর চড়াও হবে।

আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, যদি দুনিয়ার চোর বা পকেটমারের মত কু-প্রবৃত্তির লোককে সাজা দেওয়া হয় অথবা নিজেদের স্ত্রী ও কন্যার প্রসঙ্গে খারাপ মন্তব্যকারীদের যদি উপযুক্ত সাজা হয় তাহলে যে সকল মৌলবীরা খোদার হাবিবের শানে খারাপ মন্তব্য করে, তাহলে তারা কেন উপযুক্ত সাজার যোগ্য হবে না?

দুশমনে আহমাদ পে শিদ্দাত কিজিয়ে
মুলহিদুঁ সে কিয়া মারওয়াত কি জিয়ে।

অনুবাদ ঃ আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমানের প্রতি কঠোর হবে। বে-দ্বীনদের সাথে কি সামাজিকতা দেখাবে!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "তোমরা তাদের থেকে দূরে থাক, তোমাদের হতে তাদের কে দূরে রাখ। যাতে তারা তোমাদের কে গুমরাহ্ করতে না পারে, ও তোমাদের কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিতনাতে ফেলতে না পারে।

অপর একটি হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন "তাদের সঙ্গে খাবার না খাও, পান না কর, উঠা বসা না কর, সম্পর্ক না রাখ। যদি অসুস্থ হয় তাহলে দেখতে না যাও। তারা মরে গেলে তাদের জানাযায় শামিল না হও। না তাদের নামায পড়, না তাদের পিছনে পড়। (ইবনে হাম্বাল, তাবরানী)

গুস্তাখে রসুলদের মাসজিদে হারামের অন্তর্গত মকামে ইব্রাহীম ও যমযমের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয়েছে

কাবার গেলাফের মধ্যে জড়িত রসুল পাকের প্রতি বৈরী মনোভাব সম্পন্ন মুরতাদের হুকুম লাঘব হওয়া ব্যক্তিকে মাসজিদে হারাম শরীফের মধ্যে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন রসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত মক্কা বিজয়ের দিনে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মোকাররমার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কোন একজন সংবাদ দিল— "ইয়া রসুলাল্লাহ আপনার শানে গুস্তাখিকারী ইবনে হানযাল কাবার পর্দার সহিত জড়িয়ে আছে।" হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন— "তাকে হত্যা কর।" এই আব্দুল্লা বিন হানযাল মুরতাদ ছিল, এরপরও সে অন্যায়ভাবে লোকেদের হত্যা করত, হুযুর পাকের বিরোধী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কবিতার দ্বারা হুযুরের প্রতি কটুক্তি করত ও নিন্দা করত। তার নিকট দুজন গায়িকা ছিল যারা হুযুরের বিরোধী গোষ্ঠীর পক্ষে কবিতা পাঠ করত। হুযুরের হুকুম পাওয়া মাত্রই তাকে কাবার গেলাফ হতে বের করে এনে বাঁধা হল এবং মাসজিদে হারামের মধ্যে অবস্থিত মকামে ইব্রাহীম ও যমযমের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এইভাবে হত্যা করার অর্থ হল যে, অন্যান্য মুরতাদদের তুলনায় রসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গুস্তাখ মনোভাব সম্পন্নরা হল অধিক খারাপ।

কিছু লোক এ প্রকারও মন্তব্য করে থাকে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ শত্রুদের প্রতিও দোয়া করেছিলেন, সুতরাং কাউকে কিছু না বলা হচ্ছে উত্তম।

এই প্রকার মনোভাব সম্পন্নদের উচিত তারা যেন উপরের বর্ণিত ঘটনাটি হতে শিক্ষা অর্জন করে। সরকারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কখনও তাদের হাত কর্তন করা হয়েছে, চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, আবার কখনও গরম স্থানে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি, অবশেষে তারা মারা গেছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, তাদের পানি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

আমাদের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, হুযুরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার দাবীদার অনেকেই আছেন। কিন্তু সঠিক দাবীদার হলেন তাঁরাই যাঁরা আল্লাহর জন্য লোকেদের ভালবাসে এবং আল্লাহর জন্যই লোকেদের ঘৃণা করেন এবং উভয়কে কার্যে পরিণত করে।

অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রসুলদের শত্রুর সহিত শত্রুতা ব্যতিত আল্লাহ ও রসুলের সঠিক প্রেমের দাবীদার হওয়া যায় না।

মাহবুবে খোদার সাহাবাদের ভালবাসার আকর্ষন এবং ঈমান ঃ

সাহাবীদের নির্বাচিত পথই একমাত্র আমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার কারণে তাঁদের পবিত্র জীবনের অনুসরণ প্রয়োজন। তাদের অন্তর সর্বদা রসুল প্রেমে প্রজ্বলিত ছিল এবং হৃদয় ও মস্তক রসুল প্রেমে ভরপুর ছিল। হাদিসে নবুবীয়া, তারিখ ও পবিত্র সিরাতের গ্রন্থে হুযুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রতিটি সাহাবার অন্তরে ছিল রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রবল ভালবাসা তাদের অন্তরের মধ্যে রসুলের প্রেমাঞ্জলি সর্বদা বিদ্যমান থাকত। আর কেনই বা হবে না? সাহাবাদের সম্পর্কে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেছেন "আমার সাহাবা সকল নক্ষত্র সাদৃশ; তাঁদের যে কোন জনের অনুসরনে তোমরা পথ প্রাপ্ত হবে"। (মাদারেজুন নবুওত)

আরও ইরশাদ করেছেন "আমার সাহাবাদিগকে তোমরা গালী দেবে না। মনে রাখবে আল্লাহর পথে তাঁদের যে কেহ বিন্দু পরিমান যা দান করেছেন, তোমরা ভূবন ভরা স্বর্নরৌপ্য দান করেও তাঁদের সে বিন্দু পরিমাণ দানের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—আমার সাহাবাদিগকে যে কেহ মন্দ বলবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং বিশ্ব মানবের পক্ষ থেকে লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হবে। (মাদারেজুন নবুওত)

সাহাবায়ে কেরামগণের রসুল প্রেম সম্পর্কে সঠিকভাবে আমাদের জানতে হবে, আর আমাদের অন্তরকে রসুলের মদিনা স্বরূপ করে নিয়ে মুক্তি ও পরিত্রানের সম্বল সঞ্চয় করতে হবে।

হুযুর পাকের স্মরনই হল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরনঃ

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন "হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পূর্বে অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুরের পরিবর্তে নামায পড়াতেন। যখন সোমবারের দিন উপস্থিত হল সাহাবা সকল

Pdf By Syed Mostafa Sakib

সারীবদ্ধভাবে নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হুজরার পর্দা উঠিয়ে সাহাবাদের লক্ষ্য করতে থাকলেন। সে মুহূর্তে হুযুর পাকের পবিত্র চেহারা কোরানের পৃষ্ঠার ন্যায় ছিল। প্রফুল্লতার সাথে তিনি মুচকী হাসলেন। আমাদের ইচ্ছা হল হুযুরের এই প্রফুল্লময় নুরানী পবিত্র চেহারার দর্শনই শুধু করতে থাকি। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু পিছিয়ে এসে আমাদের সহিত লাইনে যুক্ত হতে চাইলে, হুযুর পাক তাঁর দিকে ইশারা করলেন যে, সে যেন নামায পড়াতে থাকে। এরপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন এবং ওইদিনই তিনি দুনিয়া থেকেও পর্দা নিয়েছিলেন।

(বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃ: কেতাবুল আযান)

বোখারী শরীফের উক্ত হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সাহাবারা নামাযরত অবস্থাতেও হুযুর পাকের দর্শন করেছিলেন। এতে হুযুর পাক অসম্মত হননি, বরং প্রফুল্ল হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন লক্ষ্য করে মুচকী হেসেছিলেন। সাহাবাগন হুযুর পাককে নিজেদের মতও ভাবেননি এমনকী হুযুরপাকের পবিত্র চেহারার দর্শন করে তাকে কোরানের পৃষ্ঠার ন্যায় বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। হুযুর পাক এরূপও মন্তব্য করেননি যে, তোমরা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করার কারনে মুশরিক হয়ে গেছো, কম সে কম তোমাদের নামায বাতিল হয়েছে। কিন্তু তিনি এরূপ না করে মন্তব্য করেছিলেন "তোমরা নামাযের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করে নাও" আর এজন্যই তো ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আলা হযরত মন্তব্য করেছেন

"ইয়াদে মোহাম্মদ ইয়াদে খোদা হ্যায়—কিসি কো খর সে ঘটাতে

ইয়ে হ্যায়" (হাদায়েকে বখশিশ)

অনুবাদ ঃ (হুযুরের স্মরণ মানেই খোদার স্মরণ—আর এরূপ না করলে বড়দেরও হবে পদস্খলন)

"হুযুরের খেয়ালই হল মুসলমানদের ঈমান"

একদা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বনী ওমর বিন আউসের নিকট গমন করলেন কোন বিষয় মীমাংসার উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হলে মুয়াজ্জিন হযরত আবু বকর সিদ্দিকের নিকট হাযীর হয়ে নামায পড়ানোর আবেদন করেন। তিনি সম্মতি দিলেন ও নামায শুরু করলেন। সকলে নামাযরত অবস্থায় ছিলেন এমতাবস্থায় হুযুর পাকের আগমন ঘটল। সাহাবারা নামাযের মধ্যেই হুযুরের জন্য রাস্তা করে দিলেন এবং হুযুর পাক প্রথম লাইনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লোকেরা তালীদ্বারা শব্দ করে হযরত আবুবকরের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাইলেন। কারন তিনি নামাযরত অবস্থায় এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করতেন না। খুব জোর তালীর আওয়াজ করার ফলে সিদ্দিকে আকবার সাড়া পেলেন যে হুযুরের আগমন ঘটেছে এবং হুযুরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

তিনি পিছনে অগ্রসর হতে চাইলে হুযুর তাঁকে ঈশারা দ্বারা নিজস্থানে স্থির থাকার ইঙ্গিত দিলেন হযরত আবুবকর দুহাত উত্তোলন করে আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করতঃ নিজস্থানে স্থির না থেকে পিছনে অগ্রসর হয়ে সাহাবাদের লাইনে যুক্ত হলেন। হুযুর পাক ইমামতের স্থানে অগ্রসর হয়ে নামায পরিপূর্ণ করলেন। নামায শেষে হুযুর বললেন, আবুবকর তোমাকে নামায পড়াতে বললাম, কিন্তু কেন তা করলে না। হযরত আবুবকর বলেন—আবু কুহাফার পুত্রের কি এমন সাধ্য রয়েছে যে, রসুলুল্লাহর সামনে নামাযে দণ্ডায়মান হবে। এরপর তালীর শব্দ করার কারণ

সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করে বলেন নামাযের মধ্যে প্রয়োজন অনুভব হলে 'সুবহানাল্লাহ্' পাঠ কর। আর সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করা হলে লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে, আর তালী শুধু মহিলাদের জন্যই বৈধ। (বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃ:, কেতাবুল আযান)

উক্ত হাদিস হতে বোধগম্য হয় যে, সাহাবা সকল হুযুরের স্মরণ বা কল্পনাকে ভুল বলে মান্য করতেন না। এমনকি তালী শব্দ দ্বারাও অপরকে স্মরণ করাতেন। হুযুরের হিজরত কালের বন্ধু আম্বীয়ায়ে কেরামদের পরপরই যার স্থান হযরত আবুবকর সিদ্দিক হুযুরের সম্মতি পাবার পরও নিজ স্থানে অবিচল না থেকে পিঁছিয়ে এসেছেন এবং রসুল প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। রসুলের প্রেম সাগরে ডুব দিয়ে এরূপ মন্তব্যও করেছিলেন আবু কুহাফার পুত্রের এমনকি সাধ্য আছে যে, আপনার আগে নামায পড়বে। সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ মন্তব্য করেননি যে নামাযের মধ্যে অন্যকারও তাযীম শিরীকের নামান্তর। এছাড়াও তিনি সাহাবাদেরকে তালি দেওয়ার পরিবর্তে 'সুবহানাল্লাহ্' পাঠ করার হুকুম দিয়েছেন কিন্তু নিজের স্মরন আসাকে মানা করেননি। আর এজন্য মাজহারে আলা হযরত হুযুর শের বেশায় আহলে সুন্নত মন্তব্য করেছেন—

"তেরা তাসাউর হ্যায় মুসলমানো কা ঈমান
আওর ক্বলব মে নাজদী কে বাসা গাও ভি খার ভি"

অনুবাদ ঃ

"মুসলমানের ঈমান হল একমাত্র তোমারই স্মরণ
নাজদীর ক্বলবে প্রতিষ্ঠিত গরু ও গাধার ধরন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং গরু গাধার স্মরণ আসে ওহাবীদের নামাযে, অপরদিকে হুযুর পাকের স্মরণ আসে সুন্নীদের নামাযে, আর সুন্নী সম্প্রদায় যাঁরা সাহাবাদের ক্রিতদাস, তাঁদের জন্য রয়েছে মোবারকবাদ।

সিদ্দিকে আকবরের মোহাব্বাতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শনঃ

হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তান আব্দুর রহমান বদরের যুদ্ধে কাফেরদের হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যোগদান করেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর একদিন নিজ পিতার খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বললেন—আব্বাজান, বদরের মাঠে এক মুহূর্তে আপনি আমার তলোয়ারের সন্নিকটে এসেছিলেন, যদি আমি চাইতাম তাহলে সহজেই ধরাশায়ী করতে পারতাম কিন্তু পিতৃ মোহাব্বাত আমার হাতকে স্থগিত করে দেয় এবং আমি আপনার নিকট হতে দূরে চলে যায়। হুজুর পাকের মোহাব্বাত হজরত সিদ্দিকে আকবরের মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তিনি বলেন, সেই সময় তুমি কাফের ছিলে, তোমার মধ্যে পিতৃ মোহাব্বাত জেগে ওঠেছিল যা তোমাকে বিরত রেখেছিল। কিন্তু আমার নিকট যদি এই ঘটনা ঘটত যে, তুমি আমার তলোয়ারের নিকটবর্তী হতে, তখন হুজুর পাকের মোহাব্বাত আমার নিকট বেশি প্রাধান্য পেত এবং আমার তলোয়ার নিজ কাজ করে করে ফেলত। দুনিয়াবাসী এটা দেখত যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বাপ বেটার শিরচ্ছেদ করেছে। (ইবনে আসাকীর)

নবী প্রেমই উম্মতের জন্য সর্বপ্রথম বিষয়

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু বারগাহে রিসালাতে আরজ করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ স্বীয় প্রাণ ছাড়া আপনি আমার নিকটে সকল কিছুর চেয়ে প্রিয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমি তাদের নিকট প্রানের চেয়েও প্রিয় না হব। পুনরায় হজরত ওমর আরজ করলেন, আল্লাহর পবিত্র জাতের কসম যিনি আপনার উপর কেতাব অবতীর্ণ করেছেন; আপনি আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—হ্যাঁ ওমর; এখন তুমি মোমিন মুসলমান হলে।

এক বর্ণনায় এসেছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত ওমরের বক্ষের মধ্যে হস্ত মোবারক রেখে সম্মতি দিয়ে দিলেন। (মাদারেজুন নবুওত)

ফারুখে আযমের মোহাব্বাতের একটি ঈমান প্রজ্বলিত দৃষ্টান্ত (ইমামকে হত্যা করে দিয়েছিলেন)

এক ব্যক্তি প্রতিদিন যেহরী নামাযের (ফজর, মাগরবীও এশা) সুরা 'আবাসা ওয়া তাওল্লা' তেলাওয়াত করত। লোকেরা এসে নালিশ করল আমিরুল মোমিনিন হজরত সাইয়্যেদুনা ফারুখে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই ইমামকে ডাক করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ইমাম বলল আমার এই সুরা খুবই ভাল লাগে, এর মধ্যে আল্লাহ হুজুরকে শাসন করেছেন (মা' যায়াল্লাহ্)। এইরূপ শোনা মাত্রই হজরত সাইয়্যেদেনা ফারুখে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই ইমামের শিরচ্ছেদ করলেন এবং বললেন সরকারে দোআলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত কেউ যদি শত্রুতা মনোভাব রাখে, সে মুসলমান হতেই পারে না। (রুহুল বায়ান)

নবীর মোহাব্বাত ছাড়াই সকল ইবাদাত অহেতুক

হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হজরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কুফফারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরায়েশদের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও সন্ধির সূত্রপাতের উদ্দেশ্যে কিছু শর্তাবলী মনোনীত করে পাঠালেন। কোরায়েশরা হজরত ওসমানগণী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছাড় দিলেন যে সে ইচ্ছা করলে কাবাশরীফ তাওয়াফ করতে পারবে। কিন্তু হজরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অসম্মত হলেন এবং বললেন যে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কাবাশরীফ তাওয়াফ করব না যতক্ষন পর্যন্ত রসুলে পাক আমার পূর্বে তাওয়াফ না করেন।

বোঝা গেল হজরত ওসমানগণী রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মানকে কাবাশরীফ তাওয়াফ করার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন এবং সঠিক হল এরূপই কোন আমল ও ইবাদাত হুজুর পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়।

(মাদারেজুন নবুওত ২য় খণ্ড)

নবীপ্রেমই হল সমস্ত বন্দেগীর মূল

মাওলায়ে কায়েনাত আলি মোরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পবিত্র জীবন ব্যবস্থা হুজুর পাকের মোহাব্বাতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছিল। তাঁর একটি ফরমান এমনই ছিল যে, সকল মহাব্বাতের শাখার সমন্বয়কারী ছিল। তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করল আপনি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিরূপ ভালবাসেন?

উত্তর দেন ঃ নিজের কাছে নিজ সম্পত্তি খুবই প্রিয় হয় কিন্তু আমরা হুজুর পাকের জন্যে সম্পত্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দিই। সন্তান সকলের প্রিয় হয় কিন্তু আমরা আমাদের সন্তানদের হুজুরের কদমে কুরবান করি। প্রচন্ড তৃষ্ণার সময় পিপাসিতকে পানি যেমন অধিক প্রিয় লাগে তার চেয়েও অধিকপ্রিয় আমাদের হুজুর পাক। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই

ঘটনাও মনে রেখে ঈমানকে সজীব করা প্রয়োজন। যখন 'সাহবা' নামক স্থানে সরকারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলির জানু মোবারকে মস্তক রেখে বিশ্রাম করছিলেন, সেমতাবস্থায় সূর্য ডুবমান হয় এবং হযরত আলির আসরের নামায ক্বাজা হয়েছিল। হুকুম বলে নামায পড়—বিবেক বলে ইবাদত কর কিন্তু মোহব্বাত বলে—সূর্য ডুবছে ডুবতে দাও—নামায ক্বাজা হচ্ছে ক্বাজা হতে দাও। কিন্তু হুযুরের প্রেমে যেন কোনরূপ ঘাটতি না আসে—এজন্যই তো ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরাত বলেছেন

"মাওলা আলি নে ওয়ালী তেরী নিন্দ পার নামায
আওর ওহ ভি আবসর সব সে জো আলা খতর কি হ্যায়,
সাবিত হুয়া কে ডুবনা ফারায়েয ফুরুউ হ্যায়
আসলুল অসুল বন্দেগী উস তাজওয়ার কি হ্যায়।"

অনুবাদ ঃ

মাওলা আলি আপনার বিশ্রামে ক্বাজা করেছেন নামায,
আবার সেটা হল আসরের খুবই আশঙ্কার নামায
প্রমান হল সকল ফারায়েয হল গৌন
আর মোহাব্বতে নবীই হল সব বন্দেগীর মৌল।

মোমিন ব্যক্তি সেই, হুযুরের সম্মানে যে নিজ প্রান বিসর্জন দেয়

প্রাথমিক অবস্থাতে যখন হুযুর হিজরতের দ্বারা নিজ ক্বদমের বরকতে মদিনা শরীফকে শোভায় পরিপূর্ণ করছিলেন। ওরওয়া বিন মাসউদের মত বিশিষ্ট বিশ্ববরেন্য ব্যক্তি যখন নিজ গোত্রের সর্দার হয়ে হুযুরের সম্মুখে মোবারকবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে, হুযুরের প্রতি তাঁর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহাবাগনের সম্মান প্রদর্শন দেখে আশ্চার্যান্বিত হলেন, তিনি নিজ গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করে যে মত পেশ করেন তা হল ঃ খোদার শপথ! আমি অনেক বাদশাহের নিকট উপস্থিত হয়েছি যেমন কায়সার ও কিসরার নিকট এবং নাজাসির নিকট হাজির হয়েছি; কিন্তু খোদার নামে শপথ! কোন বাদশাহকে দেখিনি যে তাঁর সহচরবর্গ তাঁর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন ও ভক্তি জ্ঞাপন করতে যেমনভাবে আমি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম। খোদার শপথ ঃ যখন তিনি থুতু ফেলছেন তখন তা কোন না কোন সহচর্য নিজ হস্তে গ্রহন করছেন এবং নিজ নিজ চেহারায় ও শরীরে বুলিয়ে নিচ্ছে। যখন কোন হুকুম করছেন সাথে সাথেই সেই হুকুমকে মান্য করা হচ্ছে। যখন ওজু করছেন তখন এমনই মনে হচ্ছে যে লোকেরা ঐ ওজুরপানি গ্রহন করার জন্য একজন অপরজনার সাথে প্রতিযোগীতা করছে। যখন তাঁরা নবীর সম্মুখে কথোপকথন করছেন তখন খুবই আদবের সাথে এবং সম্মানের খাতিরে নিজ নিজ চক্ষুদ্বয়কে নিচুঁ করছেন। (বোখারী শরীফ)

সুবহানাল্লাহ ঃ সাহাবীয়ে রসুলদের এরূপ ঈমান প্রজ্বলিত মোহাব্বাতের দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ লালা মোবারক ভূপৃষ্ঠে ফেলতে যান, নিজ চুল মোবারক কর্তন করাতেন তখন হুযুর পাকের প্রেমিকগণ সেই সকলকে ভূমিতে পড়তে দিতেন না। পতিত হবার পূর্বেই সেগুলিকে গ্রহন করতেন। যে সৌভাগ্যবান তা গ্রহন করতেন, সাথে সাথে নিজ নিজ চেহারাতে বুলিয়ে নিতেন। বক্ষ ও শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করাতেন। সকলের মধ্যে এরূপ আকাঙ্খা থাকত যে, ওই সকল যেন তারা সর্বাগ্রে গ্রহন করতে পারে। তাদের দেখে এরূপ মনে হত যেন একে অপরের

সাথে প্রতিযোগীতা করছেন। যাদের সৌভাগ্যে এ সকল জুটত না তাদের নিজ সাথীদের স্পর্শ করে সেই বস্তু গ্রহন করার চেষ্টা করতেন।

সুতরাং হযরত আবু - হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা শরীফের 'আলবতেহ' নামক স্থানে দেখলাম যখন তিনি চামড়ার লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। আমি হযরত বেলালকে দেখলাম তিনি হুযুরের ব্যবহৃত পানি মোবারক একটি পাত্রের মধ্যে নিলেন এবং অন্যান্যরা ওই পানি গ্রহন করার জন্য দৌড়াচ্ছিলেন। যারা তার মধ্য থেকে বিন্দু পরিমান গ্রহন করছে সে নিজ চেহারা ও অন্যান্য স্থানে মালিশ করছে। আর যে পাচ্ছে না, সে তার সাথীর ভিজে হাতে হাত বুলিয়ে নিচ্ছে। (বোখারী শরীফ)

আপনার পবিত্র মুখমণ্ডল আমাদের কোরানের ন্যায়

সাহাবাগন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত কিরূপ প্রেম নিবেদন করতেন তা হযরত আনাস হতে শ্রবন করুন—"আমি হুযুরকে দেখলাম এক ব্যক্তি তাঁর পবিত্র চুল কর্তন করছে এবং সাহাবায়ে কেরামগন এমনভাবে হুযুরকে পরিবেষ্টন করে আছেন যে, হুযুরের একটি চুল মোবারকও ও ভূমিতে পড়ছিল না বরং তাঁদের হাতেই পড়ছিল।

(মুসলিম শরীফ)

হুযুরের দরবারে সাহাবাগন যখন হাজির হতেন তখন তাদের কিরূপ পরিস্থিতি হত তা হযরত ওসমান বিন শরীফের নিকট হতে শুনুন—

তিনি বলেন, আমি হুযুর পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি তিনি সাহাবাদের নিয়ে আলোচনারত অবস্থায় আছেন। আর সাহাবাদেরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাদের মস্তকে কোন পাখি বসে আছে।

(মাদারেজুন নবুওত)

অপর এক ঘটনার দ্বারা ঈমানের সজীবতা ও আক্বীদায় বিকশিতা এবং রুহের মধ্যে ক্ষমতার সৃষ্টি করুন—

হযরত মুগীরা হতে বর্ণিত, সাহাবায়ে রসুলগণ যখন দরজায় দস্তক দিতেন তখন নখের দ্বারা আওয়াজ করতেন, এবং উৎসৃত শব্দ যাতে উচ্চ না হয় এবং হুযুর পাকের কোন প্রকার যেন ব্যঘাত না ঘটে তার প্রতি সর্তক থাকতেন। (মাদারেজুন নবুওত)

চৌদ্দ তারিখের পূণিমার চাঁদ যখন পূরো উজ্জ্বলতার সাথে উদিত হয় সেই মুহূর্তে যদি হুযুরের চেহারা মোবারকের দর্শন করা হয়। এমতাবস্থায় কোন সৌভাগ্যবান একবার চন্দ্রের দিকে ও আর একবার হুযুরের চেহারা দিকে লক্ষ্য করেন, এমনই একজন সাহাবী হলেন হযরত যাবের, যিনি বর্ণনা করেছেন যে, একদা পূর্ণিমার রাত ছিল হুযুর পাক একটি লাল চাঁদর ঢাকা দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমি কখনও চাঁদকে লক্ষ্য করছিলাম আবার কখনও হুযুরকে। অবশেষে আমার হৃদয় বলে ওঠে, "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদ অপেক্ষাও অতীব সুন্দর" এবং রেসালাতের চন্দ্রের নূরাণী আভা পৃথিবীর চন্দ্রের উপর পড়ত। অবশেষে দর্শকের চক্ষু এরূপ বিনা মন্তব্য ছাড়া থাকতে পারত না যে মদিনার চাঁদ, আকাশের চাঁদের তুলনায় অতীব সুন্দর।

"তোমার পবিত্র চক্ষু রবের হুসনের প্রতিফলক
তোমার সৌন্দর্য দেখে খুশি মগ্ন হয় মোদের চোখ।"

(শেরে বেসায়ে সুন্নাত)

বোখারী শরীফ ১ম খণ্ডে 'কেতাবুল আযান' অধ্যায় বর্ণিত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন। যখন আমি মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা দর্শন করছিলাম তখন চেহারা মোবারকের লাবন্য এরূপ ছিল "হুযুরের চেহারা কোরানের পৃষ্ঠায় ন্যায়"।

জান্নাতের মালিক হলেন নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিভিন্ন অপবিত্র বস্তু যেমন রক্ত, পেচ্ছাব, পায়খানা হল হারাম। কিন্তু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীর হতে নির্গত রক্ত, পেচ্ছাব ও পায়খানা হল পবিত্র, হারাম নয়, এমনকি হুযুরের এই সকল বস্তুকে যদি পান করা হয়, তাহলে তা উত্তম ও সওয়াবের কাজ।

উদাহরন ঃ একদা সরকারে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ খাদেমা আয়মানকে আদেশ করলেন একটি, 'পেয়ালার মধ্যে তাঁর দেহ নির্গত পেচ্ছাব মোবারক রয়েছে তা যেন সে বাইরে ফেলে আসে'। হযরত আয়মান পাত্রটি উঠিয়ে নিয়ে বাইরে এসে তা পান করে নেয়। পরবর্তীতে হুযুর তাঁর ঐ পেচ্ছাব ফেলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, হযরত আয়মান বলেন তা সে পান করে নিয়েছে। হুযুর ইরশাদ করেন তোমার পেটে কখনও যন্ত্রনা হবে না এবং তাই-ই হয়েছিল, পরবর্তীতে তাঁর পেটে কখনই যন্ত্রনা হয়নি।

অপর এক সাহাবী হযরত খালমা রাফিই বর্ণনা করেছেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোসলকৃত পবিত্রপানী তিনি পান করেন এবং এর জন্য হুযুর পাক ইরশাদ করেছিলেন—"তোমার শরীরের জন্য দোজখের আগুনকে হারাম করা হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ওহুদের যুদ্ধে হুযুরের পবিত্র শরীর হতে নির্গত রক্ত মোবারক পান করেন, এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে হুযুর ঈরশাদ করেছিলেন—কেউ যদি এরূপ ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না সে যেন মালিক বিন সিনানকে দেখে। (খাসায়েসুল কুবরা, তবলিগী নেসাব)

আমাদের দ্বীন ও ঈমান শুধু আপনারই যিকির ইয়া রসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

হুযুর পাকের প্রতি মদিনাবাসীদের প্রেমের দৃষ্টান্ত, হযরত ওমর ফারুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিলক্ষিত ঘটনা থেকে প্রমানিত হয়—একদা রাত্রে ওমর ফারুখ খোদার মাখলুকদের পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, লক্ষ্য করলেন যে একটি গৃহে প্রদীপ জ্বলছে এবং এক বৃদ্ধা উল বুনতে বুনতে হুযুরকে স্মরন করছে। তার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমীরুল মো মিনিন উক্ত বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ করলেন, এবং বললেন তুমি পূর্বের কথাগুলি পূনরাবৃত্তি কর—বৃদ্ধা দুঃখের সহিত তা পূনরাবৃত্তি করলে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা শ্রবন করে খুবই ক্রন্দন করতে লাগলেন। (মাদারেজুন নবুওত)

উম্মুল মোমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে—একদা একজন মহিলা তাঁর সন্নিকটে এসে অনুরোধ করলেন তার জন্য যেন হুযুরের মাযার পাকের গেট খুলে দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা গেট খুলে দিলে উক্ত মহিলা হুযুরের মাযারকে দর্শন করে এমনভাবে ক্রন্দন করতে লাগল যে অবশেষে তার প্রান চলে গেল।

"যদি ক্ষনিকের সুযোগ হয় তোমার দরবারে মস্তক রাখার,
সকল ক্বাজা হবেই যে আদা, শুধু দয়াতে তোমার।"

pdf By Syed Mostafa Sahib

"আমার অন্তর যেন হুযুরের স্মরণ স্থান হয়"

হযরত আব্দুল্লা বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানে উট বিচরন করাতেন ওইস্থানেই উট বিচরন করাতে দেখা গেল। এর কারন জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তর দেন আমি জানি না কেন? কিন্তু উক্ত স্থানে হুযুরকে উট বিচরন করাতে দেখেছি, আর এরজন্যই এরূপ করছি।

অপর এক ঘটনায়, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক স্থানে ওযু করলেন এবং সেখানে অবস্থিত একটি বৃক্ষের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে পানি ঢালতে লাগলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন ওইস্থানে আমি রসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরূপ করতে দেখেছি। যার জন্যই আমি এরূপ করছি। (মাদারেজুন নবুওত)

হাদিস শরীফের মধ্যে হযরত আবদুল্লা বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান প্রজ্বলিত ক্রিয়াও বর্ণিত হয়েছে। তিনি মক্কা মোকার্রমা ভ্রমন করছিলেন পথিমধ্যে একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের মধ্যে নিজ পাগড়ীটি লটকীয়ে কিছু দূর আগে অগ্রসর হলেন; পুনরায় পিছিয়ে এসে তা গ্রহন করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন এরূপ কেন? তিনি উত্তর দিলেন রসুলুল্লাহর এরূপ হয়েছিল। উনিও বহুদূর চলে গিয়েছিলেন, পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে আটকানো পাগড়ীটি পুনরায় গ্রহন করেছিলেন।

খুবই মনোযোগের বিষয় হুযুর পাকের পাগড়ি শরীফ কোন কারণ বশতঃ আটকে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবনে ওমর ইচ্ছাবশত তা করেছিলেন। যদি পাগড়িকে এরূপ করার কারনে যদি বরকত না হত। এবং সেই বরকত হাসিল করা যদি নাযায়েয হত তাহলে ইবনে ওমর সাহাবী কেন তা করলেন।

"ফুল দর্শন আমার চক্ষুর মধ্যে খোঁজ কেন করো,
তইবার পবিত্র জঙ্গলে কাঁটার শোভাদর্শন করো।।"

(আলা হযরত)

হযরত সাইয়েদুনা আবু আইউব আনসারী ও মোহাব্বাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

হিজরতের পরে হুযুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফ পৌঁছে, যার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন, তিনি হলেন খুবই সম্মানিত উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী হযরত সাইয়েদুনা আবু আইডব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনিও প্রেমের ক্ষেত্রে কোন অংশে কম ছিলেন না। তাঁর প্রেমের আঁচ এভাবে পাওয়া যায়, তাঁর পবিত্র গৃহে হুযুরের অবস্থানকালে যা কিছু তাঁর বাড়িতে খাবার তৈরি হত, হুযুরের সম্মানে পেশ করতেন। হুযুর তার মধ্য থেকে হিসাব মত সামান্য অংশ গ্রহন করতেন। যখন ঐ অবশিষ্টাংশ বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হত; হুযুরের মোহাব্বাতের দৃষ্টান্ত দেখা যেত—রাসুলের প্রেমে মগ্ন থেকে পরিবারের লোক খাবারের মধ্যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙ্গুলের চিহ্ন খোঁজ করতেন, যেখানে ওই পবিত্র চিহ্ন দেখা যেত, সেখান থেকে খাদ্যগ্রহন করার প্রচেষ্টা থাকত, একদিন হুযুরের কাছ থেকে খাবার ফিরে এল; আঙ্গুল মোবারকের চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করা হল; কিন্তু একটাও চিহ্ন পাওয়া গেল না, হযরত সাইয়েদুনা আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যস্ততার সহিত হুযুরের নিকট আরয করলেন; হুযুর আজ আপনি খাদ্য ভক্ষন করেননি? হুযুর শারিরীক ক্ষেত্রে কোন রূপ কষ্ট হয়নি তো? হুযুর উত্তর দিলেন 'কাঁচা রসুন' পছন্দ নয়; আজ খাবারের মধ্যে কাঁচা রসুন মেশানো ছিল, এইজন্য ভক্ষন করিনি!

Pdf By Syed Mostafa Sahib

এই কথার পর তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; যখন কাঁচা রসুন আপনার অপছন্দ; অতএব আজ থেকে আর কখনও কাঁচা রসুন ব্যবহার করব না। জ্ঞান বলে, খাবারের ক্ষেত্রে নিজ পছন্দকে রাসুলুল্লাহর পচ্ছন্দের সহিত মেলানো কর্তব্য নয়; কিন্তু মোহাব্বাত বলে, যা হুযুর পছন্দ করেন নি, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও মোহাব্বাতের অমান্য হয়। হযরত সাইয়েদুনা আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূরে থাকাকে পছন্দ করতেন না। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত—

"মারওয়ান এক ব্যক্তিকে হুযুরের পবিত্র মাযারে নিজ চেহারাকে রাখতে দেখলেন, মারওয়ান ওই ব্যক্তির গর্দান ধরে; বললেন একি করছ? উত্তরে ওই ব্যক্তি বলল! আমি কোন পাথরের নিকটে আসেনি; হুযুরের সন্নিকটে এসেছি। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল)

মাযারে আনওয়ারের নিকট নিজ চেহারা মোবারক যিনি রেখে ছিলেন, তিনি হলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাইয়েদুনা আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু মানহু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা পাককে বড় মূর্তি এবং মাযারে উপস্থিত হওয়াকে শিরক ও বেদয়াত মান্যকারী ওহাবী সম্প্রদায় উত্তর দাও! একজন বিশিষ্ট সাহাবী হুযুরের পবিত্র মাযারে নিজ চেহারা মোবারক রেখেছিলেন। তোমাদের নিকট কি এই সাহাবীও মুশরিক ও বেদয়াতি? (আল্লাহর নিকট পানা পায়)

মত্ত হয়ে সম্মান ও তাওয়াফ করা
যা করা ভালই করা, বরং তোমার নিমিত্তে করা

(আলা হাযরাত)

কন্যা নিজ পিতাকে বিছানা শরীফের উপর বসতে দেননি

আবু সুফিয়ান কুফরী অবস্থাতে নিজ কন্যা উম্মুল মোমিনিন হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে গেলেন। উম্মুল মোমিনিন নিজ বিছানাকে গুটিয়ে নিলেন। আবু সুফীয়ান বলল; বেটি তুমি বিছানাকে কেন গুটিয়ে নিলে। বিছানা কি আমার যোগ্য নয়? না আমি বিছানার যোগ্য নয়। হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রত্যুত্তরে বলেন 'এটা হচ্ছে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বিছানা; আর তার উপর একজন মুশরিক, যে শিরকের ময়লায় পরিপূর্ণ, তা যোগ্য হতে পারে না, আবু সুফিয়ান বলল ঃ তুমি কী আমার উপর খারাপ দৃষ্টিভঙ্গী রেখেছো! হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি কুফরীর অন্ধকার হতে বের হয়ে ইসলামের আলোয় এবং হেদায়াতের (আলোর মধ্যে পরিপূর্ণ) প্রবেশ করেছি। আর তুমি আশ্চর্য্য; কোরায়েশদের সর্দার হয়ে পাথরকে পূজা করছ, যে না শুনতে পায়; না দেখতে পায়। (সিরাতে মোস্তাফা)

ভাই কে?

বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যাদের কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবুল আমীম ওমাইর। যার আপন ভাই মাসআব বিন ওমাইর বদরের মধ্যে ইসলামী ফৌজের বিশিষ্ট একজন ছিলেন। যখন আবুল আমীমের সম্বল বাঁধা হচ্ছিল। তখন মাসআব বিন ওমাইর বন্ধনকারীকে বললেন, তাকে (স্বীয়ভাই) খুব শক্ত করে বাঁধ। আবুল আমীম বলল—ভাই সাহেব তোমার কাছে আমার আশা ছিল যে, তুমি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহারে করবে, কারন তুমি আমার ভাই, আমার পিতার জীবনের টুকরো, তুমি আমার সঙ্গে উল্টো ব্যবহার করছ। এমনভাবে ব্যবহার করতে বল। যার দ্বারা ফিদিয়ার

Pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিমান বৃদ্ধি পাবে। হযরত মাসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন—তুমি আমার ভাই নও। আমার ভাই হচ্ছে উনি, যিনি তোমার বাঁধন বাঁধছেন। তিনি ছিলেন সেই পবিত্র সাহাবী। যিনি রক্তের সম্পর্ক বাদ দিয়ে ঈমানি সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এটা প্রমান করেছেন যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহিত মোহাব্বাত ও তাঁর সহিত সম্পর্ক হল মূল সম্পর্ক।

মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ার সম্পদ, সৃষ্টি হতেও পিয়ারা বাপ, মা, ভাই, প্রান, মাল ও সন্তান সন্ততি হতেও পিয়ারা।

তাজদারে মাদিনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) প্রতি হুযুর আলাহযরতের প্রেম ঃ-

আল্লাহ্ তায়ালা আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী পাকের প্রতি ভরপুর প্রেম, ভালবাসার এক নিরেট আকৃতি বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর জ্বলন্ত প্রেমের আঁচ যে সব মুরীদদের মধ্যে পড়ত, তারও অন্তর মোহাব্বাতে রাসুলের মদিনা সৃষ্টি হয়ে যেত। মুহাদ্দিসদের ওস্তাদ মৌলানা ওসি আহমদ মোহাদ্দিস সুরতী রহমাতুল্লাহ আলাইকে একদা তার শিষ্য মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেব মোহাদ্দেস কাছপুরী রহমাতুল্লাহ আলাইহে আরয করলেন, আপনি মৌলানা শাহ ফযলুর রহমান গাঞ্জ মুরাদাবাদীর মুরীদ; কিন্তু আপনি যে পরিমান মোহাব্বাত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে করেন, সেইরুপ আর কারুর সাথে করেন না। আলা হযরতের স্বরন, তাঁর চর্চা, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আপনার জীবনে রূহের ন্যায় বিরাজ করে। তার কারন কি? হযরত মোহাদ্দেশ সুরতী উত্তর দিলেন ঃ সবচেয়ে বড় সম্পদ ওই সকল জ্ঞান নয়, যা আমি মৌলানা ইশাহাক সাহ বোখরী

হতে পেয়েছি; সবচেয়ে বড় নেয়ামত ওই বাইয়াতও নয়, যা আমি মৌলানা ফযলুর রহমান হতে হাসিল করেছি। উপরন্তু সবচেয়ে বড় সম্পদ ও বড় নেয়ামত ওই ঈমান, যা আমি আলা হযরত হতে পেয়েছি, আমার অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে মদিনা স্থাপন করেছেন আলা হযরত, এইজন্যই তাঁর স্মরণ করলে আমার অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি লাভ হয়, আমি তাঁর এক একটি বাক্যকে, নিজের জন্য হেদায়াত বলে মনেকরি,

(সাওনায়েহ আলা হযরত)

ইমাম রেজার কলম হল বাতিলদের জন্য তলোয়ার তুল্য

একদা হযরত সদরুল আফাযিল মৌলানা সৈয়দ নইমুদ্দিন সাহেব মুরাদাবাদী আলয়হির রহমা হুজুর আলা হযরতের খিদমতে আরয করলেন। হুযুরের কেতাবের মধ্যে দেওবন্দী ও গায়ের মোকল্লদদের বাতিল আকায়েদের রদ এমন শক্ত রূপে করা হয়েছে যে, আজকের সভ্যতার দাবীদাররা কয়েক লাইন পড়ার পর ফেলে দেয়। এরূপ মন্তব্য করে যে তাঁর কেতাবের মধ্যে গালিতে ভরপুর যার ফলে তারা আলা হুজরতের দলীলাদীকেও দেখে না এবং হেদায়াত প্রাপ্তও হয় না। সুতরাং হুযুর যদি নম্রভাবে ওহাবী ও দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে বলেন তাহলে সভ্যসমাজের দাবীদাররা হুযুরের কেতাব পড়তে পারে এবং হুযুরের অমূল্য দলীল দেখে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। হযরত সদরুল আফাযিলের এরূপ বক্তব্যের পর আলা হযরত বিষন্ন চিত্তে উত্তর দিলেন মৌলানা-আকাঙ্ক্ষা ছিল এরূপ; যদি আহমাদ রেজার হাতে তালোয়ার হত এবং আহমাদ রেজা হুযুরের সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শানে গুস্তাখীকারীদের গর্দান যদি পেত তাহলে নিজ হাতে শিরচ্ছেদ করত এবং এভাবেই তাদের দমন করত। কিন্তু তলোয়ার ধরা নিজ করায়ত্তে

pdf By Syed Mostafa Sahib

নেই, বরং আল্লাহর নিকট হতে আমাকে কলম প্রদান করা হয়েছে, যা দ্বারা আমি কঠোরভাবে বেদ্বীনদের বিরুদ্ধে এজন্য কলম ধরি যে, গুস্তখরা আমার এই কঠোরতা দেখে আমার উপর রাগান্বিত হয়। আমাকে গালি গালাজ করে আমার আকা মৌওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে গালি গালাজ করা ভুলে যায়। এভাবেই আমার বাপ-দাদা হুযুরের আজমতের ঢাল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

(ওরমমানে আহলে সুন্নাত-পিনভাতকারী)

তাকেই জেনেছে, তাকেই মেনেছে অন্যদের হতে কাজ নেন নি

হুযুর আলা হযরতের চরিত্র 'আল হুব্বু ফিল্লাহ, ওয়াল বুগজু ফিল্লাহ' (আল্লার জন্য ভালবাসা, আল্লার জন্য ঘৃনা) এর জীবিত নমুনা ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মোহাব্বাত যারা রাখত তাদেরকে নিজের প্রিয় বলে মনে করতেন। এবং রাসুল পাকের শত্রুদের নিজ শত্রু বলে মনে করতেন। নিজের বিরোধীদের সামনে কখন বক্রভাবে হাজির হননি। ভাল-চরিত্রের এরূপ অবস্থা ছিল, যার সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলতেন। তার অন্তরে প্রভাব ফেলতেন। কখনও বিরোধীদের সঙ্গে বক্রভাবে কথাবার্তা বলেন নি। সবর্দা বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কাজ নিয়েছেন, কখনও নিজের শত্রুদের সহিত নরম হননি। সর্বদা কাফেরদের সামনে কঠোরভাবে পেশ হয়েছেন। সুতরাং একবার নায়ে মিঞা তাঁর খিদমতে আরাজ করলেন হারদারবাদ দাক্কান হতে একজন 'রাফেযী' আপনার যিয়ারতের জন্য এসেছে, এখনই আপনার নিকট উপস্থিত হবে, নম্রভাবে তার সহিত কথাবার্তা বলে নেন। কথাবার্তা চলার মধ্যেই ওই রাফেযী ও হাজির হল। উপস্থিত সভাসদরা বর্ণনা করেছেন—আলা হযরত তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। এমনকি

নান্নে মিঞা সাহেব তাকে চেয়ারে বসার জন্য ইশারা করলেন। সে বসে পড়ল আলা হযরত কথা শুরু না করার জন্য সেও কথা বলছিল না। কিছুক্ষন বসে সে চলে গেল। তার গমন করার পর নান্নে মিঞা আলা হযরতকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন। এতদূর হতে শুধুমাত্র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিল। শুধু কথা বলতে কি অসুবিধা ছিল? আলা হযরত ক্রুদ্ধ অবস্থায় বলে উঠলেন—আমার মান্যগন্য পূর্বসূরীরা সকল পেশোয়াঁরা আমাকে এইভাবেই শিখিয়েছেন। পুনরায় তিনি বর্ণনা করলেন 'আমীরুল মোমিনিন হযরত ওমর ফারুক আযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে নাববী শরীফ হতে তাশরিফ আনছিলেন—পথিমধ্যে একজন মুসাফিরের সাক্ষাৎ হল। আর সে বলল আমি ক্ষুধার্ত। নিজের সহিত যাওয়ার জন্য বললেন। সে পিছন পিছনে পবিত্র গৃহে পৌঁছাল। আমীরুল মোমিনিন খাদিমকে বললেন খাবার খাওয়ানোর জন্য খাদিম খাবার নিয়ে এসে সামনে দস্তরখানা বিছিয়েছিল। খাবার খাওয়ার সময় উক্ত মুসাফির কিছু 'বদমাযহাব' সম্পর্কিত কথাবর্তা বলল আমীরুল মোমিনিন খাদিমকে হুকুম দিলেন—'খাবার তার সামনে থেকে উঠিয়ে নাও এবং ওর কান ধরে বের করে দাও। খাদিম ওইভাবেই আদেশ পালন করল, স্বয়ং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ হতে মুনাফিকদের নাম নিয়ে বের করেছিলেন—'অমুক তুমি বের হও, তুমি মোফিক', আজ কালকার সকলকে ভাল মন্যকারীরা, এটা শুনে অনেক কিছু মন্তব্য করবে। নিচু প্রকৃতির চরিত্র সম্পন্নরা, আদবের নাম দিয়ে সরল প্রকৃতির মুসলমানদের আলা হযরতের প্রতি বিরূপ প্রকৃতির মনোভাবের কথা বলার চেষ্টা করবে। এজন্যও প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে মুসলমানদের নিমিত্ত ও সকলকে ভাল জ্ঞান দেওয়ার জন্য বর্ণনা করার—

pdf By Syed Mostafa Sakib

আখেরী জামানায় কিছু জাল ও মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে—যারা নিত্যনতুন কথা বলবে—যা পূর্বে শোন যায় নাই—তাদেরথেকে জ্ঞান নিও না—তাদেরকে তোমাদের হতে দূর করবে অথবা তাদের হতে তোমরা দূরে থাকবে। যাতে তোমাদের গুমরাহ না করে দেয় যাতে তারা তোমাদের ফিতনার মধ্যে জড়িত না করে দেয়। (মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ আখেরী যামানায় বড় বড় ধোঁকাবাজ—মিথ্যুকের সৃষ্টি হবে—তারা তোমাদের সামনে একটি আক্বিদা ও চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটাবে—যা না তুমি শুনেছ—না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে যখন এইরূপ ধোঁকাবাজরা-নিজেদেরকে মৌলবী অথবা সুফী-মাষ্টার বলুক কিংবা মোল্লা বলুক তোমরা তাদের হতে দূরে থাক-নিজেদেরকে তাদের হতে দূরে রাখ। এমনও যাতে না হয় যে তারা তোমাদের গুমরাহ করে ও ফিৎনার বশীভূত করে ফেলে। (সাওয়ানেহ্ আলা হযরত)

হাবিবে খোদারে প্রতি হুযুর শেরে বেশায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের ভালবাসা

আলা হযরতের মাজহার (নিদর্শন) হযরত হুযুর শেরে বো শায়ে আহলে সুন্নাত, ইমামুল মুনাযিরীন, বিরাগে মুনাফিকিন হযরত আল্লামা মৌলানা হাফিজ, ক্বারী আলহাজ শাহ মোহাম্মাদ হাশমত আলি খাঁ আলায়হ রহমা ও রিদুয়ান-এর চরিত্র স্বীয় নুরানী, ইমানী, হাক্বানী ও ইলমী খেদমাতের দ্বারা সুন্নী দুনিয়াতে এমনভাবে প্রভাবিত যেমন আকাশকে সূর্য প্রভাবিত করে। আল্লাহ তায়ালা (জল্লা মাজদুহু) নিজ হাবিবের ইজ্জাত ও আজমাত-এর তবলীগের ক্ষেত্রে হযরত শেরে বা শায়ে আহ্‌লে সুন্নাতকে এমন উচ্চ করেছিলেন—যার মধ্যে নিছক সত্যের দিশারী, বাতিলের খান্ডনকারীর সুন্দর বৈশিষ্ট্য দ্বারা উচ্চ প্রশংসার খ্যাতি

দান করেছেন। আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর পরবর্তী কত্তম তাঁকে শেরে বেশায় আহ্লে সুন্নাত আর মাজহারে আলা হযরতের 'উপাধি' দ্বারা স্মরন করে। তিনি তকরীর, তাহরীর, মুনাযারা, তাদরিস ও ইফতার দ্বারা ইসলাম ও সুন্নিয়াতের খুবই খিদমত করেছেন। তাই ১৩৫২ সালে লাহরের ঐতিহাসিক মুনাযারা যাঁর মধ্যে ডাক্তার ইকবাল, প্রফেসর আসগর আলী রুহী এবং সাদিক হাসান অমার তাসরিও হাকিম নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওই মুনাযারায় হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম শাহজাদায়ে আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নিদের পক্ষ থেকে হযরত শেরে বেশায়ে আহ্লে সুন্নাতকে নিজের নায়েব এবং ওকীল নির্বাচিত করলেন। তার মধ্যে শেরে বেশায়ে আহ্লেসুন্নাত এর একটি ঘটনা পড়ুন, যার দ্বারা ইমানে সজীবতার সৃষ্টি হবে।

হযরত মোহাদ্দিস আযম হিন্দ কাছোছাবী আলাইহির রহমা বর্ণনা করেছেন—শেরে বাশায়ে আহলেসুন্নাত আমার সাথে একটি জালসায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মৌলানার খিদমতে একজন ভক্ত উপস্থিত হয়ে আরয করলেন—অমুক দেওবন্দী মৌলবী আপনার সত্যবাদীতা ও জ্ঞানের প্রচুর প্রশংসা করছিল। এটা শোনামাত্রই শেরে বেশায়ে আহ্লেসুন্নাত ক্রন্দন করতে লাগলেন। আমি বললাম 'আপনার খুশি হওয়া প্রয়োজন' —আপনার বিরোধী আপনার বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিয়েছে। আপনার জ্ঞানকে মেনে নিয়েছে আর এটা দুঃসংবাদ নয় বরং আপনার জন্য শুভসংবাদ 'এটা আনন্দ করার সময়' দুঃখের নয়। তিনি উত্তর দিলেন কখনই আমি চাই না 'যে ব্যক্তি আমাদের আক্বা-রউফুর রহিমের প্রতি বেআদবী ও গুস্তাখী করে, তার অন্তরে আমার জায়গা হোক'। আমি এটা চাই না এমন বে আদব তার অন্তরে আমার তাজীম করে এবং আমার প্রশংসা করে। (সাওয়ানেহ শেরে বেশায় সুন্নাত)

Pdf By Syed Mostafa Sakib

শেষ প্রস্তাবনা

আমি এই পুস্তকটি এইজন্য সংকলন করলাম যে, সহজ সরল ও ভোলা-ভালা মুসলমান যারা আল্লাহও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুস্তাখদের শরীয়ত বিপক্ষ আক্বীদা, লম্বা দাঁড়ি, জুব্বা, লম্বা পাঞ্জাবী দেখে তাদের দলভুক্ত না হয়ে যায়, তারা যাতে সংশোধন হতে পারে এবং প্রকাশ্য দিক যাতে না দেখে সর্বপ্রথম আক্বীদাও ঈমানকে দেখে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যদি বিন্দুমাত্র বে-আদবীও গুস্তাখী দেখে, তাহলে আল্লার ওয়াস্তে যেন তাদের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখে, আলা হযরাত স্বীয় ওফাতের কিছু সময়পূর্বে যে উপদেশ দিয়েছেন—তা অন্তরের কান দ্বারা শুনুন এবং তার উপর আমল করুন। তিনি বলেছেন—"হে মানব! তোমরা পিয়ারে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভক্ত ভেড়ার ন্যায়, তোমাদের চারদিকে চিতাবাঘ রয়েছে, যারা তোমাদের হামলা করে পথ হারা করবে, (ফিৎনায় ফেলবে, তোমাদেরকে তাদের সঙ্গে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, তাদের থেকে সাবধান থেকো। দেওবন্দী, ওহাবী, রাফেযী ও চকরা লবী সবই হল উক্ত ভেড়িয়ার দল। তোমাদের ঈমান নষ্ট করার চেষ্টায় রয়েছে, তাদের হামলা থেকে নিজেদের দূরে রাখ।" যারা আল্লাহ্ ও রাসুল জাল্লা জালালুহু ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত সম্মান, কর আশিক তাঁর দুশমনের সঙ্গে প্রকৃত দুশমনী করে যার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে যদি বিন্দু পরিমান বেয়াদবী পেয়ে থাক, যদি ও সে তোমার প্রিয়জনের কেউ হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার হতে দূরে হয়ে যাও। য়াকে গুস্তাখ দেখ, সে তোমাদের বড় ও বয়যেষ্ট হোক না কেন। দুধের ভিতর থেকে মাছির মত বেরকরে তাকে দূর কর। এজন্য হে সুন্নী মুসলমান! আজ থেকেই ওই সকল

গুস্তাখ, বে আদব ও বদ মযহাবদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, প্রেম ও ভালবাসা সব কিছু শেষ করে দাও। নিজে তাদের সংস্পর্শ হতে বাঁচো এবং নিজেদের সন্তান, গৃহের মহিলাদেরকে ও তাদের হতে বাঁচার নসীহত কর। তার মধ্যেই খোদা ও রসুলের সন্তুষ্টি রয়েছে। (ওসায়া শরীফ)

মোহাব্বাতের শহর মাদিনা মোনাওয়ারা

আলহামদুলিল্লাহ! এই পবিত্র পুস্তকের সম্পূর্ণ সংকলন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাবিবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র দরবার মদিনা মোনওয়ারার পবিত্র ভূমিতে করা হয়েছে। ওই পবিত্র পথ যার জন্য হযরত শেখ মুহাক্কিক শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহেলবী আলায় হের রহমা (৯৫৮ হিঃ-১০৫২ হিঃ) স্বীয় পবিত্র লিখন "জাযবুল কুলুব ইলা দিয়ারেল মাহবুব'-এর মধ্যে লিখেছেন—

সরওয়ারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ উম্মতদের এই পবিত্র শহরের মধ্যে অবস্থান করার জন্য উৎসাহিত করেছেন—আর এই পবিত্র শহরে ইনতেকালকে পছন্দ করেছেন হুযুর পাক ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মদিনা শরীফে ইনতেকাল করে, তার জন্য আমি কেয়ামতের দিনে শাফায়াতকারী হব। অন্য অপর স্থানে এসেছে—যে ব্যক্তি মদিনার মধ্যে ইনতেকালের ক্ষমতা রাখে সে যেন মদিনাতেই মরে, কারন সে শাফায়াত ও সাহাদাত্তের সম্মান পাবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে—আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আমার শাফায়াতের সৌভাগ্য অর্জন করবে তারা হল মদিনাবাসী—তারপর মক্কাবাসী ও তারপর তায়েফবাসী।

মাহবুবে রব্বুল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন আমার শেষ সময় এই শহরেই যেন হয়। আর এইভাবেই

সাহাবায়েকেরাম রিদওয়ানুল্লাহ তায়ালা আলাহিম আজমাইন ও রসুলে আযম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই দোওয়া করতেন—'হে আল্লাহ্। আমার ওফাত মক্কাতে দিও না। আমার রুহ মদিনা ব্যতিত অন্য কোন স্থানে বের করিও না।'

অপর এক হাদিসে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন সমগ্র জগতে মদিনা শরীফের মতও কোন অঞ্চল নেই যেখানে আমার কবর হওয়াকে পছন্দ করি" আর এরূপভাবেই আমিরুল মোমিনিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশীর ভাগ সময় এই দোয়া পাঠ করতেন 'আল্লাহুম্মা যুকনী শাহাদাতান ফি সাবিলিক ওয়াজ আল মওতি ফি বালাদি রাসুলিকা"।

"হে খোদা তোমার রাস্তায় আমার শাহাদাৎ নসীব করো, এবং তোমার হাবিবের শহরে মউত দাও।"

রাসুল প্রেমিক হযরত ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু শুধুমাত্র একবার হজ' আদায় করেছিলেন। যখন ফরয আদায় হয়েছিল দ্বিতীয় বারের জন্য আর সেখানে যাননি মদিনা শরীফ হতে। মদিনা ব্যতিত অন্য কোথাও মৃত্যুবরন যেন না হয় এর কারণে। সমস্ত সময় হুযুরের শহরে ছিলেন। ওখানেই ওফাত হয়েছিল। আর সারবারে মাদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র কদম যুগল তলে সবচেয়ে পবিত্র কবরস্থান জান্নাতুল বাকীর মধ্যে বিশ্রামরত অবস্থায় আছেন।

আলহামদু লিল্লাহ্। আজও মদিনাবাসী ও পুরো দুনিয়ার মুসলমান রাসুলের প্রতি সত্য আক্বিদা রাখে। নাজদী হুকুমতের বিভিন্ন বাঁধা সত্ত্বেও দুনিয়ার মুসলমানগন মক্কা মোকারমা, জান্নাতুল মোআল্লা, হুযুরের জন্মস্থান, হিরাওহা, সুর গুহা ও মদিনা তইয়্যবার মধ্যে রাসুলে পাকের দরবার, জান্নাতুল বাকী শরীফ প্রভৃতি পবিত্র স্থান জিরারত করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজেদের আক্বিদা ও মোহাব্বাত প্রদর্শন করতে থাকে। ক্রন্দনরত অবস্থায় তারা জিয়ারত করে, যা দেখে ইমানের মধ্যে সজীবতা ফিরে আসে। আন্তরিক দোয়া যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কদমযুগল এর সৌভাগ্য যেন দান করেন—

আমীন—বেজাহে সাইয়েদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম— গাদায়ে শেরে রেয়া—আব্দুল মোস্তাফা সিদ্দিকী কাদেরী বরকাতী রেজবী হাশমতী খাদিম দারুল উলুম মাখদুমিয়া—রুদওলী শরীফ—মহরম, ১৪১৮ হিঃ মদিনা শরীফ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমাপ্ত